কৃপণের ধন !

(প্রমোদ-প্রহসন ।)

THE MISER'S MISERY.

A Farcical Comedy.

(১৩০৭ সাল—১৩ই জ্যেষ্ঠ, শনিবার)

ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত

চতুর্থ সংস্করণ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

১৩২৭।

Price 8 annas only. মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।
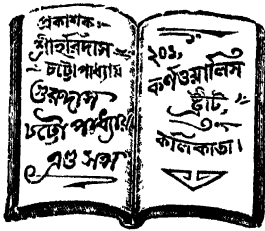
কলিকাতা,

৭৭ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট,

"সিদ্ধেশ্বর প্রেস"

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল

পাত্র-পাত্রীগণ।

পুরুষ।

হলধর হালদার	...	...	কৃপণ গৃহস্থ।
খুড়ো	...	...	জনৈক ধড়ীবাজ অথচ সৎলোক।
থ	...	...	শিক্ষিত যুবক।
পুরোহিত।			
	...	...	হলধরের ভৃত্য।

স্ত্রী।

ময়ী	...	...	হলধরের স্ত্রী।
কুন্তল	...	...	হলধরের ভাগিনেয়ী।
ইচ্ছা	...	...	বাড়ীওয়ালী।

ভিখারী ও তাহার কন্যা এবং প্রতিবেশিনীগণ।

কৃপণস্য ধনং !

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

রাজপথ ।

শূ। লে লে বাবা—লে লে, কুচ্ পরোয়া নেই, ভগবান্ তেরা ভালা করে। ব্রাহ্মণের ধন নিয়ে খুসি হ'লি, আচ্ছা বাবা হ'গে যা; উড়িয়ে দেবে,—দেবে না জান্‌লে কোন্ শালা রাখ্‌তো; জিনিসগুলোকে জিনিসগুলো গচ্ছা গেল, তার উপর দেখ্‌ছি আজ আর অন্নের উপায় নেই। প্রাতঃকালে মহাপুরুষের মুখদর্শন। আজ যে কোথাও জুট্‌বে, তা আর বোধ হ'চ্ছে না। গেরো গেরো, চৌধুরীবাবুদের বাড়ীতে রেখে গেলেই হ'তো; ভাবলুম ওদের সব দিলদরিয়া কার-খানা, আপনাদেরই সব ভাল ভাল জিনিস যে পাচ্ছে লুটে নিচ্ছে, তা আবার আমার বাক্স সাম্‌লাবে! আহা মা দুষ্ট-

সরস্বতী কি বুদ্ধিই দিয়েছিলে! ডাইনের কোলে পো সমর্পণ হলধর হালদার—দুর্গা দুর্গা! না আজ আর আহার হবে না ইষ্টদেবতার নাম ভুলে গিয়ে আঁটকুড়ীর-বেটার নামই মনে আসছে।

মন্মথের প্রবেশ।

মন্মথ। আরে কেও, মধুখুড়ো যে, ফিরলে কবে?

মধু। আরে কেও, মাষ্টার মন্মথলাট? কাল ফেরা গেছে, সকাল বেলাই হাবড়ায় ডেলেভার হ'য়েছি।

মন্মথ। তবে কেমন বেড়ালে-চ্যাড়ালে বল?

মধু। গয়া, কাশী, বৃন্দাবন অঞ্চলে খুব বেড়ান গেল; এখন কল্‌কেতায় এসে চ্যাড়াচ্ছি।

মন্মথ। চ্যাড়াচ্ছ কি রকম?

মধু। আর সে কথায় কাজ কি! এখন তোমার খবর কি বল লেখাপড়া টেথাপড়া কিছু সুরু ক'রেছ?

মন্মথ। পড়া শুনা একটু যায় বইকি।

মধু। সে পড়া নয় সে পড়া নয়, নেশা-ভাঙ্ কিছু সুরু ক'ল্লে?

মন্মথ। নেশা না ক'ল্লে বুঝি খুড়োর কাছে লেখাপড়া হয় না?

মধু। হর্স-এগ্‌—ঘোড়ার ডিম! কিছু না বাবা কিছু না; যদি মানুষ হ'তে চাও,—পাঠশালে তামাক খাও, স্কুলে চরশ কালেজে হুইস্কি, বিষয়কর্ম্মে গাঁজা, ইন্‌সলভেণ্টে গুলি, তার

পর চণ্ডু টেনে সমাধিতে গিয়ে ব'স। আর না হয় বরবাদ যাও, ছুঁপিড়্-ফুল্ নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে থাক। আমায় যদি একবার গভর্ণমেণ্ট জজ ক'রে দেয়, যে যে ব্যাটা না নেশা করে, সব বৃন্দাবনে ট্র্যান্সপোর্ট করি।

মন্মথ। বৃন্দাবনে কি নেশা টেশার পাঠ নেই বুঝি?

মধু। রামঃ! খালি ভাং খালি ভাং, একটা বদ্ বেয়ারাম জন্মে যায়; মৌও পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। তবে পতিত-পাবনী রেল-ঠাকুরাণী মথুরা ফুঁড়ে ব্রজধামে ঢুকেছেন; বাঙ্গালী-বাবুরাও চাকরী, ডাক্তারখানা, দর্জ্জির দোকান ক'ত্তে জুটেছে; একটু একটু সভ্যতার সদুপায় বুঝি হয় হয় হ'য়েছে। তীর্থের টেক্কা বেনারসধাম, বা চাও! চরশ—আসল নেপালী, কচি আঁবের গন্ধ; গাঁজা নয়—যেন শ্যালের ল্যাজ; গুলি—তা কেল্লায় অত নেই, বেনারসী পেয়ারাপাতার বাণ্ড; আর দশাশ্বমেধের ঘাট তো দশাশ্বমেধের ঘাট!—কলির অশ্বমেধ, চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে, চৌধুরী, মল্লিক প্রভৃতি শা ম'শাইরা বোতল-সাজান বারদোয়ারী খুলে ব'সে আছেন; তার উপর লালুয়া ঝণ্টুয়া ওগারা কালাল সাহেবরা মৌও চোলাই ক'চ্চেন, ছ'পয়সা বোতল—গরম গরম মেরে দাও; পাশেই অমনি ঝালদার পাঁঠার মিটুলিভাজা বিক্রী হ'চ্চে; জয় বিশ্বনাথ জী!

মন্মথ। আচ্ছা মধুখুড়ো, কাশীতে নাকি ভূমিকম্প হয় না?

মধু। শালগ্রামের শোওয়া বসা বোঝ্‌বার তো যো নেই, সদাই পা টল্‌ছে, এর ভেতর ভুঁই কখন কাঁপ্‌লো বা থাম্‌লো বোঝ্‌বার তো যো নেই বাবা! এখন যাওয়া হ'চ্ছে কোথায়?

মন্মথ। এঁ্যা—এঁ্যা—কোথাও নয়—কোথাও নয়, এই—এই—এইখানে।

মধু। কি বাবা ঢোক্ গিল্‌ছো যে? তবে দেখছি আমার কালেজের ষ্টুডেণ্ট হ'য়েছ। বহুত আচ্ছা বহুত আচ্ছা! তা টেলিগ্রাফের বাবুর মত সকাল-বেলাই চ'লেছ যে?

মন্মথ। না না খুড়ো, তুমি যা ভাব্‌ছো তা নয়। আমি এই এক-বার—একবার হলধর বাবুর বাড়ী যা'ব।

মধু। দুর্গা দুর্গা, আজ আর ব্রাহ্মণটাকে খেতে দিলে না! কাশী গয়া হুইস্কি গাঁজার নামটাম ক'রে এক রকম শুধ্‌রে আস্‌ছিলুম, আবার নির্ব্বাণ-আগুন জ্বালিয়ে দিলে!

মন্মথ। তুমিও যেমন, নাম ক'ল্লে খাওয়া হয় না, ওকি একটা কথা! তুমি একটা সবলোট লোক হ'য়ে ওসব মান?

মধু। না মেনে কি করি বাবা, কর্ত্তা যে কাঁচা-খেকো দেবতা, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ ফল দেন! চুলোয় যাক্‌গে, খাওয়া দাওয়া তো আজ হবেই না; তা ওখানে যাওয়া হ'চ্ছে কেন? কিছু গচ্ছিত রেখেছ, না সই ক'ত্তে সুরু ক'রেছ?

মন্মথ। না, তা—তা—তা নয়, একটু কাজ আছে।

মধু। ওখানে আর কি কাজ বাবা! বুকের পাটা তো তোমার খুব; না খেয়ে মুখ দেখলে অন্ন হয় না, খেয়ে দেখলে অম্বলশূল হয়! বিমলাবামনী সুদের তাগাদা ক'ত্তে যেত একাদশীর দিন দেখে; তোমার কিছু একটা মৎলব আছে বাবা!

মন্মথ। আমার রোজ গিয়ে গিয়ে স'য়ে গেছে।

মধু। রোজ যাও,—কি ক'ত্তে?

মন্মথ। আমি ওখানে পড়াই।

মধু। পড়াও—কা'কে? ফলনাহালদার কি পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছে নাকি?

মন্মথ। না না, আমি পড়াই—আমি পড়াই—

মধু। কি বাবা, ছাত্রের নাম মনে পড়ছে না, খুব ম্যাষ্টার তো! কা'কে পড়াও ব'লে ফেল না।

মন্মথ। কু—কু—কু—

মধু। বাহবা লাট, কোকিল ডাকতে আরম্ভ ক'ল্লে যে!

মন্মথ। না না ওঁর ভাগ্নীকে পড়াই—কুন্তলাকে।

মধু। ভাগ্নী!—যেটাকে থুবড়ো ক'রে রেখেছ? সে যে মস্ত মাগী; ভাল—ভাল, পোড়ো পেয়েছ ভাল, বেড়ে মজায় আছ; তবে আমার ইষ্টুডেণ্ট হ'লে আরকি!

মন্মথ। না না খুড়ো ওকথা নিয়ে তামাসা ক'রো না।

মধু। ঈস্! পীরিত যে মাখামাখি দেখতে পাই, খুড়োর উপরেই গায়ের জ্বালা! কি বল তোমরা?—জেলের ঝি, না জেলের

হাসি কি, তা বাবা আমার উপর কেন? খুড়ো ব্যাটার তো ও রোগ নাই বরাবর জান, নেশাটা ভাংটাই যা।

মন্মথ। না না খুড়ো, সে অবলা-বালা!

মধু। তা আমি কি বল্‌ছি লড়ায়ে সেপাই? অবলা-বালা না হ'লে কি পীরিত হবে ছোট আদালতের পিয়াদার সঙ্গে! দেখ মন্মথ বাবাজী, এই খেলোয়াড়ের চেয়ে যে উপর চাল চালে তার নজর বেশী; তোমার খুড়ী ম'রে অবধি আমি বাবা কখন ছিপ্ হাতে করিনি, কিন্তু পরের ফাত্‌নায় বরাবর দৃষ্টি রাখি; এই যে পড়াও, কি মাহিনে পাও বল দেখি?

মন্মথ। হলধর—

মধু। আরে দুর্গা দুর্গা! হালদার ম'শাই ব'লেই বল না, কি এমন মধুর নাম যে না ক'ল্লেই নয়।

মন্মথ। আচ্ছা হালদার ম'শাই-ই সই, ওঁকে ত চেন, উনি মাহিনে দিয়ে মাষ্টার রেখে ভাগ্নীকে পড়াবেন?

মধু। এই দেখেছ বাবা, আমি গোড়ায় ধরেছি; এ পড়ান নয়, প্রেমের পাঠশালে এ্যাপ্রেন্টিস্ খাট্‌ছো। তা বাবাজী, তুমি তো সোঁদা আছ, সঁড়ক্কার খাতায়ও নাম লিখিয়েছ, কিছু তো মান টান না, যদি এতই মন প'ড়ে থাকে, কর্ত্তাকে ব'লে বিয়ে ক'রে ফেলনা কেন; দিন রাত পড়াবে,—বেয়ারিংয়ে নিলেই ছেড়ে দেবে।

মন্মথ। খুড়ো তুমি নেশা-ভাংই কর আর যা'ই কর, তোমার মুখের

সামনে ব'ল্‌বো কি তুমি বড় সাদা লোক, বড় পরোপকারী, পরের জন্যই ঘুরে বেড়াও;—তোমায় সব খুলে বলি, কুন্তলাকে আমি বড় ভালবাসি, সেও বোধ হয় আমায় ভালবাসে; তাই বল্‌ছি মধুখুড়ো, তোমার ঢের মৎলব আসে, যদি আমার এই উপকারটা ক'ত্তে পার, ওই দুর্জ্জনটাকে জব্দ ক'রে দিতে পার, তা হ'লে তোমায় আমি এল-এল-ডি টাইটেল দিই।

মধু। বড়ই ব'লেছ, আধঘণ্টা হয়নি নিজেই জব্দ হ'য়ে আস্‌ছি, আমি আবার ওকে জব্দ ক'র্‌বো! এই যে আমার নানান রকম বড়-বড় বাপের নাম শুন্‌তে পাও, খাস বাপ হ'চ্ছেন কল্পনা-হালদার! সাতচল্লিশ বৎসর বয়স হ'য়েছে, হার মেনেছি দুজনের কাছে,—এক কাশীর গঙ্গাপুত্তুর, আর তোমার প্রেমময়ীর মাতুল।

মন্মথ। খুড়ো, তোমার সাতচল্লিস বৎসর বয়স হ'য়ে গেছে, তা বাবা যৌবন তো বেশ ঠিক রেখেছ, চুলে কলপ দাও নাকি?

মধু। বাপধন! কলপ দিলে কি শমন তলপের দিন পেছিয়ে দেবে? একরকম তো মন্দ-বিধবা, তা'র উপর চিন্তা-ব্যাধি বড় বেশী নেই; তাই বুঝি এখনও কাল-দেব গোঁফে-চুলে কলি ফিরুতে সুরু করেন নাই।

মন্মথ। ঠিক ঠিক হেল্‌থ্‌টা ভাল আছে; মোদ্দাৎ হালদার ম'শাই তোমায় জব্দ ক'ল্লে, কথাটা কি রকম?

মধু। জব্দ ছাই—আমি গুজরেই আনিনে, থাকলেই বা কি

আর গেলেই বা কি! সব বড়মানুষের বাড়ী হোটেল খোলা, সই কচ্ছি আর খাচ্ছি, বিল পাঠাবে যমালয়! তবে আমি হেন লোকটা দিল্লী-লাহোর মেরে এলুম, বেটা ঠকিয়ে বাঁদর বানিয়ে দিলে, এইটে বড় দুঃখ!

মন্মথ। তোমায় ঠকালে কি রকম?

মধু। গেরোর কথা কও কেন? ব্রাহ্মণীর চিহ্নিত খান দুচ্চার সোণারূপো ছিল, লক্ষ্মীর হাঁড়ীর একটা রামচন্দ্রি মোহর আর চুঁচড়োয় ছিরুবাবু দিয়েছিলেন, (সেইটেই আসল জিনিস) গাঁজা খা'বার একটা চাঁদীর ক'ল্কে; তা পশ্চিম যা'বার সময় মনে কল্লুম কোথা রেখে যাই,—কৃপণ হোক্ যা হোক্, বেটা সাবধানী লোক; বাক্স-শুদ্ধ ওরই কাছে রেখে গেছ্লুম; বেটা যে জোচ্চোর, অতটা আমার আঁচ হয় নি; আজ দেখা কল্লুম, বেটা পরিষ্কার ব'ল্লে যে,—"আমার কাছে আবার কবে রেখে গেলে?" রেগে-মেগে বল্লুম, "নে ব্যাটা পইচে খাড়, সব নে, ব্রাহ্মণীর সোণার নো গাছটা আর চাঁদীর ছিলিমটা দে," বেটা হা হা ক'রে হেসে ব'ল্লে, "তোমার গাঁজার দোক্তা কম হ'য়েছে বুঝি?"

মন্মথ। বল দেখি খুড়ো, এ রকম লোককে জব্দ করা উচিত নয়?

মধু। উচিত তো বটে রে বাবা,—কিন্তু জব্দ হয় কিসে, করে কে?

মন্মথ। তুমি মনে ক'ল্লেই পার। দেখ খুড়ো, কত বড় অন্যায় দেখ, ওই ভাগ্নীটী—অনাথা! ছেলেবেলায় বাপ ম'রে

গিয়েছিল, পরে আমার সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ হয়, কিন্তু সেই সময়েই ওঁর মা'ও মারা গেলেন, মরবার সময় তিনি যৌতুকের জন্ত দশ হাজার টাকা আর বালিকাটীকে আপনার ঐ ভাইয়ের হাতে সমর্পণ ক'রে আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে ব'লে যান; কিন্তু টাকা দিতে হবে ব'লে নরাধম ওঁর বিবাহ দিতে চায় না; এদিকে হিঁদুয়ানী দেখায়, কিন্তু ওর কোন ধর্ম্ম-ভয় নেই: টাকা—টাকা—টাকা—টাকাই ওর সর্ব্বস্ব!

মধু। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ হ'য়েছিল জেনেও যে তোমাকে বাড়ী ঢুক্‌তে দেয়?

মন্মথ। না, সেটা জানে না; আমায় বাড়ীতে "ভুবো ভুবো" ব'লে ডাকতো; কুন্তলার মা মরবার সময় ব'লে যান যে, তাঁর কন্যার যেন ভুবোর সঙ্গে বে হয়; আমি যে "নৈহাটীর ভুবো" একথা বলিনি, কুন্তলাও আমায় আগে কখন দেখেনি, আমায় চেনে না; আমাদের দুজনেরই বাপে-বাপে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, তাই এ বিবাহের সম্বন্ধ।

মধু। এখন তোমার মৎলবটা কি,—চাও কি?

মন্মথ। কুন্তলা আমাকে বিবাহ করুক্ বা না করুক্, ওর টাকাগুলি ওকে পাইয়ে দেওয়া।

মধু। ওই হ'লো, ওই হ'লো; তোমার কুন্তলাও চাই, টাকাও চাই।

মন্মথ। আমি যথার্থ বল্‌ছি খুড়ো, আমার টাকার দরকার নাই,

যা' আছে আমার যথেষ্ট চলে; কিন্তু কুন্তলার মন জেনেছি, ওর বরকে টাকা না দেওয়াতে পাল্লে ও বে ক'র্‌বে না, সে ঐ এক গোঁ ধ'রেছে। খুড়ো এইটী ক'রে দাও, তুমি মনে ক'ল্লেই পার; আর অমনি তা'র সঙ্গে তোমার জিনিস-গুলোও আদায় কর; লোকটাকে জব্দ কর, একটা ফন্দী ঠাওরাও।

মধু। রসো;—বেটা নেশা-টেশা করে?

মন্মথ। কিছুতে আপত্তি নাই, পরের পয়সায় বিষ কিনে দিলেও খেতে পারে। দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মজা আছে;—ব্রজদাস ম'রে গেছে;—চিন্‌তে পেরেছ তো?

মধু। হাঁ হাঁ, ব'লে যাও আমায় একবার ষোল টাকা নগদ দিয়েছিল; বাপান্ত ক'রে আদায় ক'রেছিলুম।

মন্মথ। সে সমস্ত বিষয় তা'র দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রীর নামে লিখে দিয়ে গেছে। হলধ—

মধু। আবার নাম করে!

মন্মথ। আচ্ছা যাক্‌গে, হালদার ম'শাই—সেই স্ত্রীলোকটী হাত ক'রে বিষয়টা বাগাবার চেষ্টায় আছেন, এ থেকে যদি কিছু ক'ত্তে পার।

মধু। বিধবাটার স্বভাব চরিত্তির কেমন?

মন্মথ। আমি যতদূর শুনেছি সতী-লক্ষ্মী; কিন্তু পাজীর আক্কেল দেখ!

মধু। তবে ?

মন্মথ। তবে আর আমি কি বোল্‌বো, মোকদ্দমার হাল সব তোমায় বয়ান কল্লুম, এখন তুমি একটা উকিলী ফন্দী ঠাওরাও।

মধু। তাই তো বাবাজী, তুমি উস্‌কে দিলে বেটার উপর রাগ বাড়্‌লো, নইলে আমার পাওনাটা আমি মন থেকে উড়িয়ে দিচ্ছিলেম।

মন্মথ। না খুড়ো, একটা কিছু ঠাওরাও; এতে তোমার উপকার হবে, আমার উপকার হবে, দেশের উপকার হবে।

মধু। দেশের উপকার! আমা হ'তে দেশের উপকার চাও তো—সব গাঁজা ধরাও। এই যে সভা ক'রে দেশের উপকার—না খেয়ে গেঁজেলি, আমায় বড়ই বিরক্ত ক'রেছে। এখন তোমার উপকার যা ব'ল্লে, আসল কথা; একটু ঠাউরে দেখা যাক।

মন্মথ। হাঁ বাবা, ঠাওরাও বাবা।

মধু। রসো বাবা রসো; অত ঘোড়দৌড়ের চালে চল্লে চল্‌বে না; এ একলা তোমার খুড়োর কর্ম্ম নয়, তোমার ইচ্ছে-দিদির বুদ্ধি একটু ভাড়া ক'রে নিতে হবে; জান তো ওর বুদ্ধির জন্যই ওর ঘরে আড্ডাটা রাখা।

মন্মথ। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি যা ভাল বোঝ কর; আমি আজ আর বেশী পড়াব না, একবার কুন্তলার সঙ্গে দেখা ক'রেই বাসায় যাচ্ছি; তুমি সেইখানেই যাও, খাওয়া দাওয়া করবে, আমি এখনি ফিরছি।

মধু। বহুত আচ্ছা, বের আগেই ঘটকের ব্রাহ্মণ-ভোজন!

মন্মথ। খুড়ো! তুমি লাগ্‌লেই পার্‌বে, তোমার ঢের মৎলব; তা'তে যদি আবার আমাদের দিদি লাগে!

মধু। বলি শ্যাম যে বড় উতলা হ'লে গো, একটু ধৈর্য্য ধর!

মন্মথ। তামাসা ছাড় খুড়ো, এ বড় সিরিয়াস্।

মধু। রস তো বটে গো রাই,
মোদ্দাৎ সময় তো চাই,
বুঝ্‌লে হে কানাই।
প্রথমে একটু কারণ ক'ত্তে হবে, তা'র পর রীতিমত উপর্য্যুপরি ভুটী ছিলিম গাঁজা চড়াতে হবে, তবে তো মাথায় ইলেক্‌ট্রি, জ্বল্‌বে, বুদ্ধি আস্‌বে।

মন্মথ। তা আমার বাসায় যাও, খাওয়া দাওয়া ক'রে সেইখানেই সব যোগাড় ক'রে দেব এখন।

মধু। না, তা হ'লে চৌধুরীবাবুদের হোটেলে নাম কেটে দেবে; বাঁধা রাইস্ আছে, সেইখানেই খাইগে বাবা, আজ জোটে তো সেইখানেই জুটবে। নগদ কিছু ছাড়, নেশা-ভাংটা ক'রে মৎলব ঠাওরান যাক্‌গে; কাল তোমার বাসায় এসে যা হয় ব'ল্‌বো।

মন্মথ। তবে এই একটা টাকা হ'লেই হবে?

মধু। হুইস্কির দর কিছু চড়েছে, আচ্ছা গাঁজার পাথাগ ভেঙ্গে নেব—দাও।

মন্মথ। (টাকা দিয়া) তবে এখন আমি চল্লুম, কাল যেন নিশ্চয় দেখা হয়।

মধু। আচ্ছা। (মন্মথের প্রস্থান করিতে করিতে পুনঃপ্রবেশ।)

মন্মথ। দেখো ভুলনা।

মধু। না,—বায়না দিলে ভুলবো ?

মন্মথ। যেন বেশী নেশা ক'রে প'ড়ে থেকনা।

মধু। ছেড়েছ তো লম্বা এক টাকা, বেশী নেশা কি রকম ?

মন্মথ। না—না, তাই বল্‌ছি।

[উভয়ের বিপরীতদিকে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ।

হলধর।

হল। টাকা নেবে—টাকা নেবে ? রূপোর ঘড়া, সোণার চেন, হীরের আংটী, ইংরেজের বাড়ীর খাট, নেবে নাকি ? এই নাওনা; ওরে ব্যাটা ঘট্‌কা!—হাতে হাত দিয়ে সত্যি!—ওরে ছুঁড়ী বিন্দি—তুই মরবার সময় আমাকে একটা হলফ করিয়ে যাবি, আর আমি তাই মান্‌বো ? "নৈহাটীর ভুবোর সঙ্গে আমার কুন্তলার বে দিও;" আরে

ভুবোর মা'র যে অজগরের জঠর, "ওর মার দশ হাজার টাকা দাও, আর তুমি কি দেবে বল?" আমি দেব—আমি দেব? আমি—আমি—আমি—আমার ভারি দায়টা! দূর, যত বেটা ভোম্বোল দাস "কন্যাদায়, কন্যাদায়" ক'রে পাগল! কন্যাদায় কিসের রে? হিন্দুধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম! শাস্ত্রের মুখে আগুন, মনুর মাথায় মুড়ো ঝাঁটা,—হিন্দুধর্ম্ম ক'রেছেন! ওতো উড়নচণ্ডী ধর্ম্ম, খালি খরচ—খালি খরচ! এ বুদ্ধি আমার আগে হয়নি, খালি খরচ ক'রে মরেছি? এই তো দিলুম না বে, নে বেটা কে টাকা নিবি নে? যদি বে দিই—ক্যুয়েষ্ট বিডারে;—বড় মেয়ে, সুন্দরী, মাষ্টার লেখা-পড়া শিখিয়েছে; জাত খোয়ালে কত বেটা নিলেমে ডেকে নেবে।

নেপথ্যে।—জয় রাধেকৃষ্ণ, এই কাণা আতুরকে একমুঠো চাল দাও বাবা।

হল। কেরে বেটা—কেরে বেটা? বেরো বল্‌ছি।

বালিকা কন্যাসহ জনৈক কাণার প্রবেশ।

গীত।

আমার হবেনা বিয়ে আমার হবেনা বিয়ে।
বেড়া'ব ভিক্ষে ক'রে এই বাপে ঝিয়ে॥

যা'র বাপ বুড়ো—কাণা, তার বিয়ে ক'র্ত্তে মানা,
যাব হেসে খেলে একটা পয়সা পেলে,
তাই নিয়ে ;—
কে দাতা আছিস্, তা'রে আশীষ দিয়ে ॥

হল। একেবারে ঘরের ভেতর! আবার একটা মেয়ে সাজিয়ে গান গাওয়াচ্ছে ; জানিস্ বেটা আমি অশ্লীল হ'য়েছি, আমার সামনে মেয়ে-মানুষের গান ?

কাণা। সমস্ত দিন খাইনে, কিছু দাও বাবা।

হল। খাওনি ? খাওনি তা আমার কি ?—

কাণা। দাও বাবা, কিছু দাও বাবা, এই কাণা বাবা।

হল। পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা! বেটা কাণা খোঁড়ার এক গুণ বাড়া, ভিক্ষে ক'র্ত্তে এসেছ ? বেটা বেরো বল্ছি।

কাণা। অন্ধ নাচার বাবা, পয়সা কড়ি চাইনে—একমুঠো চাল।

হল। চাল—চাল! চাল পয়সা নয়, চাল অমনি আসে ? পাহারা-ওয়ালা—পাহারাওয়ালা, এক বেটার দেখা নেই, আর সে-দিন রাস্তায় একজোড়া ছেঁড়া জুতো প'ড়েছিল, পায়ে হয় কিনা দেখ্ছিলুম, আর বত্রিশ বেটা অমনি আতুসী কাঁচ জ্বালিয়ে "কোন্ হায় কোন্ হায়" ক'রে ঘিরে দাঁড়াল!

কাণা। গিন্নী মা—

হল। গিন্নী-মা তোর বাবা!

কাণা। রুক্ষ মুখ কর কেন বাবা, অমনিই ফিরে যাচ্ছি।

হল। কোম্পানীর আইন জানিস্ বেটা, ভিক্ষে ক'ল্লে জেল হয়; বেরো, নইলে আমি নিজে টেনে নিয়েগিয়ে থানায় দেব।

কাণা। আচ্ছা বাবা, তোমার ভাল হ'ক্, চল্লুম। (স্বগতঃ) গুওটা কি পাষণ্ড গা! একমুঠো চালের জন্যে এলুম পাহারা-ওয়ালা ডাকে, উচ্ছন্ন যা—উচ্ছন্ন যা!

হল। বেটা বিড়ির বিড়ির বক্‌ছিস্ কি? বেরো, কাণা সেজে জুচ্চুরি!

কাণা। ভগবান তোমায় এমনি জুচ্চুরি ক'ত্তে দিন!

[প্রস্থান।

দয়াময়ীর প্রবেশ।

দয়া। হাঁগা আবার কা'র সঙ্গে বকাবকি হ'চ্ছিল?

হল। এই দেখনা, এক বেটা কাণা এয়েছেন ভিক্ষে ক'ত্তে; কাণা হ'য়েছেন তো মাথা কিনেছেন।

দয়া। তাই বুঝি গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলে? একমুঠো চাল দিলে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যেত?

হল। ওঃ, বেটী আমার কি রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মেয়ে গো! মুঠো মুঠো চাল দেবেন, কাঙ্গালী ভোজন করাবেন; অমন উড়নচুড়ে মেয়ে তোর বাপ আমার ঘরে দিয়েছিল কেন? তারক পরামাণিকের সঙ্গে বে দিতে পারেনি?

দয়া। আমার কুষ্টীতে যে লেখা ছিল চামার স্বোয়ামী হবে ; মুখে আগুন, মুখে আগুন, খরচ হবে ব'লে বুড়ো ভাগ্নীকে থুবড়ো ক'রে রাখ্‌লে, বাপ-পিতামহের ধর্ম্ম ত্যাগ ক'ল্লে! পোড়া কপাল, কা'র জন্য গেরো দিচ্ছ? ভোগ ক'র্‌বে কে? তোমার বরাতে পেটে কি আমার একটা হ'লো?

হল। আমি ভোগ ক'র্‌বো, তোর বাবা ভোগ ক'র্‌বে ; পেটে একটা হ'লোনা ব'লে আপশোষ হ'য়েছে,—না? গণ্ডা গণ্ডা হ'লে খুব রাশ রাশ গেলাতেন, আর আমার মাথা খেতেন।

দয়া। তোমার মাথা তুমি আপনিই খাচ্ছ ; এই মধু বামুন দেখা সাক্ষাৎ জিনিসগুলো রেখে গেল, আর চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে স্পষ্ট উড়িয়ে দিলে গা! যা ইচ্ছে করগে, যে আগুনে হাত দেবে আপনি পুড়বে। এখন আমায় কিছু খরচ দাও, এই অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন কলসী-উৎসর্গ ক'ত্তে হবে!

হল। কি—খরচ? কি—কি—কি ক'ত্তে হবে?

দয়া। কলসী-উৎসর্গ—কলসী-উৎসর্গ, কাণের মাথা খেয়েছ?

হল। দড়ি ঘরে আছে কি? তা হ'লে না হয় আধ-পয়সা দিয়ে একটা কলসী কিনে দিচ্ছি, একদম কিছু খরচ হ'য়ে যাক্ ; একেবারে নিশ্চিন্ত হই।

দয়া। ন্যাকাপনা রেখে দাও, তোমার কাছে যে বেশী চায় সে বেহায়া ; একটা টাকা ফেলে দাও, তাতেই সব সেরে নেব এখন।

হল। এক টা—কা!—ষো—ল আ—না।—চৌ—ষ—ট্টি প—য়—সা! দে বেটী দে—আমার গলায় ছুরী দে, তোর যা মনে আছে তাই কর্, তাতেও আমার লাভ; একবেলা খাবি, হবিষ্যি ক'র্‌বি, তাতেও আমার লাভ; সিকি খরচায় সংসার চ'ল্‌বে।

দয়া। বৎসরান্তে বাপ মাকে একটু জল দেব মনে ক'রেছি, তা'তেও তোমার মাথায় চাল ভেঙ্গে প'ড়লো!

হল। বাপ মাকে জল কি! মরা গোরুতে ঘাস খায়?

দয়া। আপনার মত সবাইকে দেখ কেন? আমার বাপ মা ভাগাড়ে যায়নি, মরা গোরু নয়; সাধু মানুষ স্বর্গে গেছেন।

হল। তা স্বর্গে কি মরুভূমি হয়েছে নাকি, যে তুমি না দিলে এক ছটাক জল জুটবে না? আর যদিও একটু জলের জন্য ভূত হ'য়ে আস্‌তে হয়, এই তো গঙ্গায় জল টল টল ক'চ্ছে, মোড়ে মোড়ে কল রয়েছে, এক গণ্ডুষ খেতে পাবে না? ও-সব পুরুত বেটাদের কার্‌সাজী, খালি পয়সা মার্‌বার ফিকির; যাচ্ছে—যাচ্ছে উচ্ছন্ন যাচ্ছে, হিন্দুধর্ম্ম এই খরচের জন্যই উচ্ছন্ন যাচ্ছে।

দয়া। তোমার অধর্ম্ম নিয়ে তুমি পচে মর, এখন আমায় দেবে কি না বল?

হল। আমা হ'তে হবে না, আমার কিছু নেই; খরচের ভয়ে কাচা দিয়ে কাপড় পরিনে, আমি একটা টাকা দেব!

এক—টা—কা। তুমি তাই ভাঙ্গিয়ে খরচ ক'র্‌বে, বামুনকে দেবে? তুমি গলায় ছুরী দিতে পার, মানুষ খুন ক'ত্তে পার।

দয়া। দেবে'না—দেবে না? আচ্ছা আমিও "যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর"—ওষুধ জানি, চাল দাল ঘরে যা আছে সব ভূজ্জ্যি সাজিয়ে দেব, এই নথ দক্ষিণে দেব, দেখি তুমি কি কর।

হল। পুঁতে ফেলবো—পুঁতে ফেল্‌বো—

দয়া। ফেলনা দেখি, আমি লুটিয়ে দেব, এই চ'ল্লুম।

হল। খবরদার—খবরদার—

দয়া। আমি কোন কথা শুন্‌ব না।

হল। ওরে আমি ম'রে যাব, তোর পতিহত্যার পাতক হ'বে, সত্যি ম'রে যাব, ওরে তুই জানিস্‌নি জানিস্‌নি, সেই যে গল্পের রাক্ষসদের প্রাণ যেমন ভোমরা-ভূমরীর ভেতর থাকতো আমার প্রাণ তেমনি ঐ সিন্দুকের ভেতর আছে, খরচ ক'র্‌বি, আর আমায় মারবি।

দয়া। পয়সা খরচ ক'ল্লে মানুষ মরে না, আমার ঢের দেখা আছে।

হল। আমার কথা শোন্, তোর পায়ে পড়ি—বুক চিরে রক্ত দি, এক কম্ম কর, খুঁজে পেতে চারটে পয়সা দিচ্ছি, তা'র ভেতর সেরে নে।

দয়া। চার পয়সায় কলসী-উৎসর্গ?

হল। ওরে বুঝে ক'ত্তে পাল্লে হয় রে, বুঝে ক'ত্তে পাল্লে হয়; বাবার আদ্যশ্রাদ্ধ আমি আট আনায় সেরেছিলুম; দু' পয়সায় নৈবিদ্যি, এক পয়সা দক্ষিণে, আধ পয়সা বস্ত্রের মূল্য, আধ পয়সা কলসী, জল কলে আছে, অঢেল হ'য়ে যাবে।

দয়া। উচ্ছন্ন যাও—উচ্ছন্ন যাও, তুমি উচ্ছন্ন যাও, তোমার বুদ্ধিও উচ্ছন্ন যাক্! আমার যা খুসী তাই ক'র্‌বো, দেখি তুমি কি কর।

হল। ওরে যাস্‌নে—যাস্‌নে, শোন্—শোন্, ও গিন্নী, দয়াময়ী, লক্ষ্মী ধন আমার, ওরে এ বয়সে আত্মহত্যা করাস্‌নে; খুন হব, খুন হব, গলায় দড়ি দেব,—ওরে সত্যি বল্‌ছি, পয়সা থাক্‌লে আফিং কিনে খেতুম।

দয়া। যেমন তুমি তেমনি আমি, আমার বাপ মাকে বৎসরান্তে একটু জল দিতে দেবে না? দেখি—দেখি আজ তুমি কি কর; আজ হাঁড়ীকুঁড়ী বিলিয়ে দেব।

হল। থাম—থাম, মা দুর্গা কি ক'ল্লে? থুড়ি,—না না ভুলে বলিছি, দুর্গা না—কেউ না—অ কেউ না, তুমি কি ক'ল্লে? এই দেখ ম'লুম, গলাটিপে ম'লুম।

দয়া। মর বাঁচ যা ইচ্ছে কর, বাপ-মার কাজ আমি ক'র্‌বোই; এই চ'ল্লুম।

হল। গলা টিপে ম'লুম—গলাটিপে ম'লুম, তুই বিধবা হ'বি, একাদশী ক'র্‌বি, মাছ খেতে পাবিনে।

হাবার প্রবেশ।

হাবা। এও-- এও—এও –আও—আও—আও।

হল। ওরে গুয়োটা, তুই কোথা যাস্? বাড়ীতে যে-সে ঢুকছে,—পাওনাদার ঢুকছে, ভিখিরী ঢুকছে; কোথা গিয়েছিলি বল? বল্—বল্ কোথা গিয়েছিলি?

হাবা। হঃ—হঃ—উ—উ—উউউ (ইঙ্গিত দ্বারা পৈতা, যপ, টিকি ইত্যাদি দ্বারা পুরোহিতের ইঙ্গিত-করণ)।

হল। কোথা?

দয়া। পুরুতবাড়ী,—বুঝ্তে পাচ্ছ না? আমি পাঠিয়েছিলুম।

হল। হুঁ—হুঁ পুরুতবাড়ী?—কে যেতে ব'লেছিল বেটা, কে তোকে ব'লেছিল?

হাবা। এউ—এউ—এ ইঁইইঁইঁ (গৃহিণীকে দেখান)।

দয়া। আহা, কি চাকরই রেখেছেন!

হল। ওরে আবাগের বেটী, এমন চাকর কি পাওয়া যায়! চাটি খাবে-পরবে বই মাইনে নেবে না, আর ঘরের কথা কোথাও ব'ল্তে পারবে না।

দয়া। পুরুত কখন আস্বে?

হাবা। আউ আউ আউ এঁ্যা এঁ্যা। (সন্ধ্যাকাল ইঙ্গিত-করণ)।

দয়া। সন্ধ্যার পর?

হল। গিন্নী—দয়াময়ী! আর পুরুতে কাজ নেই, আমায় বাঁচাও,

খুন ক'র না; এলে পরে ব'লো আমাদের অশৌচ হ'য়েছে, এ মাসে কলসী-উচ্ছুগ্‌গু হবে না।

দয়া। মুখে আগুন মুখে আগুন, ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিথ্যা কথা ক'ব ?

হল। বড্ড খরচ হবে গিন্নী, বড্ড খরচ হবে। এক—টা—কা। বাপরে।

হাবা। এ্যা এ্যা বা বা বা এ্যাবা।

হল। যা যা বেটা দরজার কাছে বস্‌গে যা, চূণওয়ালা বেটা যদি টাকার জন্যে আসে তা ফিরিয়ে দিস্, বলিস, আমি বাড়ীতে নেই।

হাবা। অউ অউ ?

হল। চূণওয়ালা—চূণওয়ালা। (চূণকামের ইঙ্গিত)

হাবা। হেই হেই হেই (হাস্য) অউ অউ অউ আবা আবা আ।

দয়া। এখনও ভালয় ভালয় ব'লছি টাকাটী ফেলে দাও, কলসী-উৎসর্গ আমি ক'রবোই—যে থেকে হ'ক্।

হল। গিন্নী—দয়াময়ী! আমার থা'নকটে চামড়া কেটে নাও, টাকা কা'কে বলে আমি দেখিনে।

দয়া। আচ্ছা, দেখেছ কিনা আমি বুঝছি, এই চল্লুম।

হল। ওগো যেও না যেও না, খুন হ'ব, আত্মহত্যা হব।

হাবা। আউ আউ আউ—এই এই এই উ উ উ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুন্তলার কক্ষ।

কুন্তলা ও মন্মথ।

কুন্ত। আমি আজ আর প'ড়ব না।

মন্মথ। কেন প'ড়বেন না?

কুন্ত। না আমি প'ড়ব না।

মন্মথ। কেন প'ড়বেন না?

কুন্ত। আমার আজ ভাল লাগ্‌ছে না।

মন্মথ। তবে আমি বেঞ্চির ওপর দাঁড়-করিয়ে দেব।

কুন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বেশ, দরজায় একখানা ভাঙ্গা বেঞ্চি আছে, ঘাড়ে ক'রে নিয়ে আসুন, আমি দাঁড়াব এখন।

মন্মথ। দেখছি, আপনার জন্য একগাছা বেত কিন্‌তে হ'ল। আপনি বড় খারাপ ছোক্‌রা হ'চ্ছেন।

কুন্ত। বেতের পয়সা তো মামা দেবেন, তা হ'লে আমি নিশ্চিন্ত আছি।

মন্মথ। কেন, আমি যদি নিজের পয়সা দিয়ে বেত কিনি?

কুন্ত। নিজের পয়সা খরচ ক'রে আগে আমার জন্য বুঝি বেত গাছটা কিন্‌বেন?

মন্মথ। না না একটু পড়ুন, ভূগোলখানা নিয়ে আসুন।

কুম্ভ। ভূগোল আর প'ড়তে হবে না, পৃথিবী যে গোল, তা আমি অনেক দিন বুঝেছি।

মন্মথ। তবে ব্যাকরণ আনুন।

কুম্ভ। ব্যাকরণ এনে কি ক'র্‌বো? আমার সন্ধিবিচ্ছেদ তো হ'য়েই আছে।

মন্মথ। তবে শ্লেট নিয়ে আসুন, অঙ্ক কস্থন।

কুম্ভ। কি অঙ্ক ক'স্‌বো?

মন্মথ। ভগ্নাংশ।

কুম্ভ। আমি নিজেই ভগ্নাংশ, তার আর ক'স্‌বো কি?

মন্মথ। আপনি বড় বাচাল।

কুম্ভ। নারী-জন্মের কোন চাল আমার নাই, একটু বাচাল হ'বনা?

মন্মথ। বসুন বসুন।

কুম্ভ। কোথায় বস্‌বো?

মন্মথ। বসুন না এই আমার কাছে।

কুম্ভ। আপনার কাছে? না আপনার কাছে ব'স্‌বো না, আপনি স্ত্রীলোক স্পর্শ করেন না, আমি কাছে ব'স্‌লে আপনার ব্রত ভঙ্গ হবে।

মন্মথ। আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, আপনি কাছে ব'স্‌লে ব্রত ভঙ্গ হবে না।

কুম্ভ। আমার সঙ্গে আবার কি সম্পর্ক? আমার কারুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

মন্মথ। আপনার সঙ্গে শিক্ষক-ছাত্রী সম্পর্ক নেই।

কুন্ত। আমি যদি আপনার ছাত্রী, তা হ'লে কোন্ শাস্ত্রে আপনি আমাকে "আপনি" ব'লে কথা কন?

মন্মথ। ওটা কি জানেন, স্ত্রীলোককে মান্য ক'রে কথা কইতে হয়, বিশেষতঃ আপনি নিতান্ত বালিকা নন, আপনার যৌব— এঁ্যা বয়স একটু হ'য়েছে।

কুন্ত। (সহাস্যে) হো হো আমার বয়স হ'য়েছে, মাষ্টার ম'শাই আমার কুষ্ঠী দেখেছেন, আমি বুড়ো হ'য়েছি। এই দেখুন আমার চুলগুলো পেকে গেছে, দাঁত প'ড়ে গেছে, চোখে দেখতে পাইনে; এই দেখুন কোথা যাচ্ছি—কোথা যাচ্ছি, কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনি, আপনি কোথায় ও মাষ্টার ম'শাই, সরে দাঁড়ান—যেন ঘাড়ে পড়ে যাইনে; আর চল্‌তে পারিনে, এইখানে কোথাও ব'সে পড়ি, দেখ্‌বেন—আপনি এখানে নেই তো? থাকেন তো সরে যান, নইলে কোথায় ব'স্‌তে কোথায় ব'স্‌বো।

মন্মথ। বসুন বসুন, এইখানে বসুন।

কুন্ত। না আমি আপনার কাছে ব'স্‌বো না, আপনি এখানে নেই তো—দেখ্‌বেন নেই তো, আমি বসি?

মন্মথ। বসুন না।

কুন্ত। না আমি আপনার কাছে ব'স্‌বো না, আমি এইখানে ব'স্‌লুম! (পার্শ্বে উপবেশন)

মন্মথ। (হাত ধরিয়া) এই তো, এই তো আমার কাছেই ব'সেছেন, আর ত পালিয়ে যেতে দেব না।

কুন্ত। (জিব কাটিয়া) এঁ্যা কি কল্লুম—কি কল্লুম? দেখ্‌লেন কাণা হ'লে কত বিপদ্; ছিঃ ছিঃ আপনি তো দেখতে পাচ্ছিলেন, আমায় সাবধান ক'রে দিলেন না কেন? যা'ন আপনার সঙ্গে আমার আড়ি।

মন্মথ। আড়ি ক'র্‌বেন না, আমারও চক্ষু ছিল না, আমিও অন্ধ হ'য়েছিলুম।

কুন্ত। আপনি কিসে অন্ধ হ'লেন? ও—ও কি ইন্‌ফু—ইন্‌ফু—

মন্মথ। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা।

কুন্ত। হাঁ হাঁ, তা'রই মত ছোঁয়াচে রোগ।

মন্মথ। ইংরেজীতে কাণা কা'কে বলে জানেন?

কুন্ত। জানি, এ ব্লাইণ্ড ম্যান—এক কাণা মনুষ্য;—হয়নি?

মন্মথ। না না, সে কাণা নয়; ইংরেজীতে কিউপীডকে কাণা বলে।

কুন্ত। কে সে?

মন্মথ। কিউপীড,—আমাদের বাঙ্গালায় যেমন রতিপতি, প্রণয়ের দেবতা।

কুন্ত। সাহেবদের প্রণয়ের দেবতা বুঝি কাণা? তবে আপনি কি ইংরিজী রতিপতি?

মন্মথ। কুন্তলা—

চন্দ্র। নাম ধ'রে ফেল্লেন? ছিঃ ছিঃ গঙ্গাজল স্পর্শ করুন—গঙ্গাজল স্পর্শ করুন।

মন্মথ। কুন্তলা—কুন্তলা—কুন্তলা।

চন্দ্র। এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা—কেন—কেন—কেন?

মন্মথ। কুন্তলা—কুন্তলা—

চন্দ্র। কি বল্‌ছেন—কি বল্‌ছেন? সত্য সত্যই কি আমায় বুড়ী ঠাউরেছেন?—শুন্‌তে পাচ্ছি যে, আপনাদের কাণা রতিপতির কাছে চোদ্দতে কি বুড়ী হয়?

মন্মথ। কুন্তলা! তোমার নৈহাটীর কথা মনে পড়ে?

চন্দ্র। মনে প'ড়বে না কেন, পাঁচ বৎসরের কথা বই তো নয়?

গীত।

সেই নৈহাটীর ঘাটে—ব'সে পৈঠের পাটে,
খেলা ক'রেছি ফুল ভাসিয়ে জলে।
আহা সেথা গঙ্গা কেমন চলে চ'লে॥
সেথা আমের ডালটী কেমন মধুর দোলে,
সেথা ঘুমুতেম ওগো মায়ের কোলে॥
(আবার) কথা ছিল বিকিয়ে রব পায়ের তলে,
পরিয়ে ফুলের মালা তা'রি গলে॥
সে আমার বর যে ভাই,
তার নাম যে ক'ত্তে নাই,
এখন শুধু স্বপন দেখি, সে সব গিয়েছে চ'লে॥

মন্মথ। মিত্তিরদের ভুবোর নাম কখনও শুনেছিলে ?

কুন্ত। আজ আর আমি প'ড়ব না, রান্নাঘরে মামীর কাছে যাই।

মন্মথ। না না, ব'সো ব'সো, বল না সে সব মনে পড়ে—নৈহাটীর ভুবোকে ?

কুন্ত। ও-সব কি কথা ?—আপনি আমায় কি পড়া পড়াচ্ছেন ?

মন্মথ। দেখ, তুমি জান সেই ভুবোর সঙ্গে বে দেবেন ব'লে তোমার মা সত্য ক'রেছিলেন, ধর্ম্মতঃ তুমি তাঁর স্ত্রী।

কুন্ত। যাঁকে আমি কখন চ'খে দেখিনি, আমি তাঁর স্ত্রী! ও-সব কথা আমায় কখন ব'ল্‌বেন না; মামা আমায় পরমপবিত্র কুমারী-ব্রত নিতে ব'লেছেন, আমি মেমেদের মত আশী বৎসর পর্য্যন্ত মিশিবাবা থাক্‌বো।

মন্মথ। তোমার কি বিবাহ ক'রে, সংসার ক'ত্তে সাধ হয় না? তোমার প্রাণে কি প্রণয় নেই ?

কুন্ত। আমার সাধ হ'ক্ বা না হ'ক্, তা'তে কি হ'বে? আমি তো আপনাকে ব'লেছি, মা তাঁর টাকা আমার স্বামীর জন্য রেখে গেছেন, মামার বড় লোভ সে টাকা ছাড়বেন না; আমার যিনি স্বামী হবেন, তিনি সে টাকা না পেলে, আমি বিবাহ ক'র্‌বো না; মামার মতেই মত।

মন্মথ। আমার টাকা চাইনি কুন্তলা, আমার পৈতৃক যা আছে যথেষ্ট চ'ল্‌বে; আমি এতদিন বলিনি, আমিই সেই ভুবো—,

তুমি আমাকে বিবাহ কর; তোমার মামা কৃপণ—অর্থলোভী, চল, আমরা গোপনে চ'লে গিয়ে বিবাহ করি।

কুন্ত। এঁ্যা—ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা—কি লজ্জা! আমার বর?—ওমা কি ঘেন্না!—বর মাষ্টার হ'য়েছিল! ছি ছি কত বেহায়াপনা ক'রেছি, কত ফাঁস কথা ক'য়েছি।

গীত।

সোণার টোপর মাথায় দিয়ে
লুকিয়ে ছিলে কোন্ বনে।
আজকে হঠাৎ হ'লে উদয়, দাসীর হৃদয়-গগনে॥
(আমার বর—আমার বর—ওগো আমার বর!)
ছিলুম যবে বালিকা, ছোট্ট কচি কলিকা
নিয়ে কে জানে কি তুলিকা—
এঁকে ছিলুম তোমায় আমি এই মনে॥
(এই মনে—এই মনে—বুঝলে আমার বর?)
শেষ তৃষ্ণার সময় মাষ্টার মশাই,
তোমায় আমি হৃদে বসাই;
এখন দেখছি আলো হ'লো ভাল—
আমরা সেই ছেলেবেলার বর ক'নে॥
(কেমন ঠিকনা—কেমন ঠিকনা—ও আমার বর?)

[illegible]। কুন্তলা—কুন্তলা—কুন্তলা—

কুন্ত। এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা; বর কি এখনও আমায় বুড়ী ঠাওয়াচ্ছে;

মন্মথ। কুন্তলা! তোমায় না পেলে, আমি বাঁচবো না; আমাকে বিবাহ কর, চল আমরা গোপনে চ'লে যাই।

কুন্ত। যদি কেউ কখন আমার স্বামী হয় সে তুমি; কিন্তু মামা যে আমার স্বামীকে ফাঁকি দেবেন, তা আমি সহ্য ক'ত্তে পারবো না। আমি পণ ক'রেছি, টাকা আদায় ক'ত্তে পার ভালই, নইলে যেমন আছি তেমনি থাকবো, কোন সাধে কাজ নেই, এমনই ম'রবো।

মন্মথ। তা'রও এক ফিকির ক'রেছি, যদি তুমি আমার কথা মত চল।

কুন্ত। মাষ্টার মশাই তুমি আমার বর, ক'নে কি বরের কথা ছাড়া চলে?

মন্মথ। কুন্তলা—কুন্তলা—কুন্তলা! প্রিয়ে—প্রিয়ে!

কুন্ত। নাথ—নাথ—মাষ্টার মশাই—মাষ্টার মশাই—

মন্মথ। চল কুন্তলা আমরা পালাই চল, বিবাহ ক'রে আমরা দু'জনে নৈহাটীতে আমার বাড়ীতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবো টাকায় তোমার কাজ কি? এ বাড়ীতে আর তোমার থেকে কাজ নেই।

কুন্ত। তেল দাও সিঁদুর দাও, ভবী ভোলবার নয়; মার আজ্ঞা-টাকা শুদ্ধ আমায় দান ক'রে গেছেন, আমি অমনি তোমার গলায় প'ড়বো না।

মন্মথ। একি তোমার বাই?

কুন্ত। বিদ্‌ঘুটে!

মন্মথ। আচ্ছা, Nothing is unfair in Love and War. রণে প্রেমে কোন দোষই দোষ নয়; ভাল, যদি কোন ফিকিরে তোমার মামার কাছ থেকে টাকা আদায় করা যায়, তা হ'লে আমি যা ব'ল্‌বো—ক'র্‌বে? আমার সঙ্গে লুকিয়ে যাবে?

কুন্ত। তা হ'লে তোমায় দেখ্‌লে আমি ঘোম্‌টা দেব, বুঝলে মাষ্টার—বর।

মন্মথ। এই সত্য?

কুন্ত। সত্য—সত্য—সত্য! তিন সত্য ক'রে,
যা'ব বরের গলা ধ'রে।

মন্মথ। রাখবো হৃদয়ে আমি তোমায় আদরে।

(আলিঙ্গন।)

নেপথ্যে হলধর।—ম্যাষ্টের—ম্যাষ্টের—

কুন্ত। মামা মামা!—ছাড় ছাড়।

মন্মথ। পড় পড়, যা হয় একখানা নাওনা।

কুন্ত। (পুস্তক পাঠ) "আফ্রিকার অধিকাংশই অনুর্ব্বরা; গম, যব, ধান্য প্রভৃতি শস্য, এবং খর্জ্জুর, জলপাই, আঙ্গুর, কমলালেবু, সাগুদানা, নারিকেল, কাফি, ইক্ষু, গঁদ, তামাক, নীল উৎপন্ন হয়।"

হলধরের প্রবেশ।

হল। ঈস্, ম্যাষ্টের যে একেবারে লেখাপড়ার চীনেবাজার বসিয়েছ! ভাল ভাল ও পড়া ভাল; পয়সা খরচ ক'ত্তে হয় না, কিন্তে হয় না, অথচ বাড়ীতে নানান রকম মেওয়ার নাম হ'চ্ছে। কি বই—বিদ্যাসুন্দর বুঝি? মালিনীর বেসাতি পড়াচ্ছ? বেশ বই—বেশ বই—অনেক জ্ঞানের কথা আছে,—

আট পণে কিনিয়াছি কাঠ আট আঁটী।
নষ্ট লোকে কাষ্ঠ বেচে আমি তাই আঁটী॥
খুন হ'য়ে গেছি বাবা চুন চেয়ে চেয়ে:
শেষে ফুরাইল কড়ি আনিলাম চেয়ে॥

সত্যযুগ কি যুগই ছিল, দোকানীরা চাহিলেই জিনিস দিত; ভারতচন্দ্র তাই লিখে গেছে।

মন্মথ। আজ্ঞে না, এ ভূগোল।

হল। ও-সব এখন হ'য়েছে, বিদ্যাসুন্দরের নকল ক'রে ওরকম বই এখন ঢের হ'য়েছে, কামিনীকুমার আরও সব কি কি। বেশ বেশ, মেয়েদের লেখাপড়া আমি বড় ভালবাসি, ম্যাষ্টের তুমি না জুটলে কুন্তীকে আমি নিজেই পড়াব মনে ক'রেছিলুম; শুনে শুনে দাশুরায়ের পাঁচালী আমার মুখস্তই আছে, বই কিনতে হ'ত না, মুখে মুখেই পড়িয়ে দিতুম। তুমি দাশুরায়ের পাঁচালী প'ড়েছ?—না প'ড়ে থাক তো পড়, বড় সুন্দর লেখা, অমন হনুপ্রকাশ আর কোথায় নেই।

মন্মথ। কুন্তলা অনেক ভাল ভাল বই পড়েছেন, ওঁর বড় চমৎকার মেধা।

হল। সে ওদের বংশের দোষ, গুষ্টিই ম্যাদামারা, ওর বাপ শালা আদত আহাম্মুখ ছিল, মুচ্ছুদ্দিগিরি ক'রে হাজার দশেক বই টাকা রেখে যেতে পারেনি আমি হ'লে সাহেবকে দেউলে নেওয়াতুম, খালি বাজে খরচ ক'রেছে— এই দেখনা, ঘর বোঝাই ক'রে কতকগুলো কাঠরা কিনেছে। কৌচ কেদারা এ সব কেন? কুন্তীকে বলি যে, ঐ গুলো, আর ঐ যে সোণা রূপো কতকগুলো প'রে আছে, ও গুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে, বিক্রী ক'রে টাকা আমার কাছে রাখ, সুদ বাড়বে কত।

কুন্ত। মামা যা আছে সেই সুদ থেকে আমায় কিছু দাও না, উল্ টুল্ কিনতে হবে, একটী পয়সা খরচ ক'রে পাইনে।

হল। দূর বেটী আহাম্মক। সে যে জমছে—সুদের সুদ জমছে, ম্যাষ্টেরকে বল না উল কিনে দেবে।

মন্মথ। আচ্ছা আচ্ছা আমি এনে দেব, আমি এনে দেব, প্যাটর্নটা দেবেন, রং মিলিয়ে উল্ এনে দেব।

কুন্ত। আর মামা আমার বিকেল-বেলা মাথা ধরে, মাষ্টারমশাই এক রকম তেল একটু এনে দিয়েছিলেন, মেখে অনেকটা ভাল আছি, তা'ই আমাকে এক শিশি আনিয়ে দাও।

হল। কি তেল ম্যাষ্টের?

মন্মথ। আজ্ঞে অপেস্রা-অয়েল।

হল। মোহোন্তর তেল উঠেছিল, এ আবার কি নতুন উঠেছে? সেই কলওয়ালারা করে বুঝি—চীনের বাদাম টাদাম দিয়ে?

মন্মথ। আজ্ঞে না—এ অতি সুগন্ধি তৈল।

হল। সোরগোঁজার তেল! সে তো মাছ ভাজা হয়—মাথাধরার কি ক'র্‌বে?

মন্মথ। আজ্ঞে বিশেষ উপকার হয়!

হল। বটে,—কত ক'রে?

মন্মথ। এক টাকা—

হল। এক টাকা মোন? সুবিধে আছে তো, রান্নাবান্নাও চ'ল্‌তে পারে।

মন্মথ। আজ্ঞে না, এক টাকা করে শিশি—বড় উপকারী তেল।

হল। এক টা—কা ক'রে তেল কখন উপকারী হয়? মাখিস্‌নি কুন্তী মাখিস্‌নি, চুলগুলো সব উঠে যাবে। তা'র চেয়ে এক সের রেড়ীর তেল আনিয়ে এক ফোঁটা পিপারমেণ্ট দিয়ে মাখিস্‌ দেখি, তা'তে পেট কামড়ানি, মাথাধরা সব সেরে যাবে, আর চুল অমনি পাটে পাটে ব'সে যাবে।

কুন্ত। ওমা, রেড়ীর তেল মাখ্‌বো কি? আর পিপারমেণ্ট খেলে পেট কামড়ানি সার্‌বে, মাথাধরার কি হবে?

হল। তা না সারে না সার্‌বে, ও পোড়া মাথা একটু ধল্লেইবা; আধ ঘণ্টা প'ড়ে একটু ছট্‌ফট্‌ করিস্‌, তা' হ'লেই সেরে যাবে। এই আধ ঘণ্টাটাক্‌ কষ্টের জন্যে এক—টা—কা লাগাবি!

নেপথ্যে পুরোহিত।—শিগ্‌গির দাও—শিগ্‌গির দাও—বিস্তর যজমানের বাড়ী যেতে হবে, বেলা ক'ল্লে চ'ল্‌বে কেন গো?

হল। ও কেও, সেই ভট্‌চাযি্য শালার গলা না? মাগী বুঝি আমার শ্রাদ্ধ ক'চ্ছে! সর্ব্বনাশ ক'ল্লে—সর্ব্বনাশ ক'ল্লে! যাচ্ছি—যাচ্ছি—দাঁড়া বেটা, দাঁড়া বেটী—

[প্রস্থান।

মন্মথ। কুন্তল! যদি—মনে কর যদি—আমি ঠিক ব'ল্‌তে পারিনি, কিন্তু যদি তোমার টাকা কোনমতে আদায় ক'রে দিতে পারি, তা' হ'লে তুমি আমার হবে?

কুন্ত। তোমার কি হব?

মন্মথ। কি হবে—কি হবে?—আমার স্ত্রী হবে।

কুন্ত। কেন, এখন কি আমি তোমার পুরুষ আছি?

মন্মথ। তোমার সঙ্গে আমি কথায় পারি না—আমি সভায় বক্তৃতা করি—বিদ্বার তর্ক করি—বন্ধুগণের সঙ্গে আমোদ রসালাপ করি, কিন্তু তোমার কাছে আমি একেবারে মুখ-চোরা হ'য়ে যাই; আমি কি হ'লুম—তুমি আমায় কি ক'ল্লে!

কুন্ত। আমি আবার কি ক'র্‌বো? তুমিই ভাঙ্গছো, তুমিই গ'ড়ছো, ছিলে মাষ্টার—হ'লে বর'

তুমি আমার বর,
আছ বর—থাক্‌বে বর,
কিন্তু বর না রাখ্‌লে পণ

ক'রবোনাকো ঘর ;
জোর ক'রে ব'লবো প্রাণকে
প্রাণ তুই এমনি প্রাণে মর ;
হ্যাঁ বর—সত্যই কি তুমি প্রেমে ঘর গ্রব?

নেপথ্যে দয়া।—ও কুন্তল—কুন্তী—

কুন্ত। আঃ বাতাদিন কন্তী—কুন্তী, আমি যাবো না, আমার খুসী।

মন্মথ। কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। আমি যাইনি যাইনি—সামনে দাঁড়িয়ে, পদ্মপলাশলোচন দেখতে পাচ্ছ না?

নেপথ্যে দয়া।—হ্যালা কুন্তী, শুনতে পাচ্ছিসনে

কুন্ত। যাই বর—না না আমি বব?

মন্মথ। চ'ল্লে?—আবার কখন দেখা হবে?

কুন্ত। যখন সাঙ্কী আনবে।

মন্মথ। সন্ধ্যার পর?

কুন্ত। হাঁ বর—হাঁ বব—হাঁ বর।

মন্মথ। তবে যাই?

কুন্ত। অলক্ষণে কথা দেখ, বল আসি।

মন্মথ। আসি।

কুন্ত। ও কি ও, মুখে কই হাসি?—হাস হাস।

মন্মথ। তুমি হাস।

কুন্ত। আমি তো হেসেই আছি, তুমি হাস।

মন্মথ। আহা, কি মধুর হাসি!

কুন্ত। তুমি হাস—হাস, হাস্‌ছ না—হাস্‌ছ না?

মন্মথ। এই যে হাস্‌লুম, তবে আমি আসি?

নেপথ্যে দয়া।—হাঁালা ওলো কুন্তী!

কুন্ত। আসি গো আসি।

দেখো বর যেন শুকোয় না গো হাসি,

ডাকছে মামী—চ'ল্লো ওই শ্রীচরণের দাসী।

মন্মথ। কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। এখন খেল্‌বো না ভাই বাড়ী যাই।

[প্রস্থান।

মন্মথ। প্রাণে আজ নূতন সুধা এলো—নূতন সুধা এলো, নূতন আলো! এ আলো চাঁদে নাই, অপ্সরকাননে নাই, কবি-কল্পনার স্বর্গে নাই। নেবই নেব—যে ক'রে পারি নেব, কুন্তল ছাড়া আর থাক্‌তে পারিনি, এ অন্ধকূপে কুন্তলকে আর রাখ্‌তে পারিনি। মধুখুড়ো না পারে, আমি আপনি টাকা দিয়ে ব'ল্‌বো, এই তোমার মামার কাছ থেকে আদায় ক'রেছি।

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দরদালান।

পুরোহিত।

পুরো। ওরে হারামজাদা বেটা হাবা, নিয়ে আয়না, আজ এমন দেরি ক'ল্লে চলে?—আজ আমাদের মেইলডে; নিয়ে আয়—কলসী টলসীগুলো নিয়ে আয়, আগে থেকে সব গুছিয়ে সাজিয়ে রাখ্তে পারেনি।

দুইটা কলসী লইয়া হাবার প্রবেশ।

হাবা। এ এউ এ্যাব—এ্যাউ এ্যা এ্যাউ।

পুরো। রাখ এখানে রাখ, নৈবিদ্যি নিয়ে আয়, ভুজ্জি নিয়ে আয়, গিন্না কি ক'চ্ছেন? ডাক্ ডাক্, গিন্নী—গিন্নী, এই ঘোম্টা—নাকে নথ, বেটা ইশারাও বোঝে না।

হাবা। হাউ—এ্যাউ—এ্যাউ।

পুরো। চাকরও জুটিয়েছে ভাল, তা মিনি মাইনের অমন হাবা না হ'লে কে থাকবে বল; মাগীর অনুরোধে এ বাড়ীর ক্রিয়া করান, নইলে মুখ দেখ্‌লে বোক্‌না ফাটে, এমন যজমানের বাড়ীও আসে। ওগো কোথায় গো—আননা, তোমার এই দুটো কলসীর জন্যে দিন কাবার ক'র্‌বো নাকি? সেনেদের বাড়ীতে উনিশটা কলসী-উচ্ছুগ্‌গু ক'ত্তে হবে, আজকের দিনটি কেমন!

ভোজ্য ও নৈবেদ্য ইত্যাদি লইয়া গৃহিণী ও

হাবার প্রবেশ।

দয়া। জ্যাঠা-ঠাকুর! জানেন তো বাবা আমার কি অদৃষ্ট, এও যে পেরে উঠ্‌বো, আমি মনে করিনি—জোর ক'রে যা ক'রেছি; অপরাধ নেবেন না।

পুরো। দাও দাও শীগ্‌গির দাও—ব'সো, কই গঙ্গাজল কই? ওরে হাবা।

হাবা। এ্যাউ—ব্যাউ—ব্যাউ।

পুরো। ওরে বেটা গঙ্গাজল—গঙ্গাজল—জল,—ঢক্ ঢক্ ঢক্ (ইঙ্গিতকরণ)।

দয়া। এই যে আমি এনেছি, ঐ—ঐ ভাঁড়ে আছে।

পুরো। দাও আচমন কর, বল নমঃ বিষ্ণু।

দয়া। নমঃ--

পুরো। অপবিত্র পবিত্রোবা—

দয়া। অপর রাত্তির পাবিত্তির ধোপা—

পুরো। হয়েছে হয়েছে—সর্ব্বাবস্থাং গতোপিবা।

দয়া। সবার বস্তাং—কি ব'ল্লে?

পুরো। গতো পিবা।

দয়া। গাতো পেবা।

পুরো। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষ—

দয়া। যাচ্ছি রেতে পুঁটুরী খ্যাক্য—

পুরো। স বাহ্যাভ্যন্তরে শুচিঃ।

দয়া। সরভাজাতে ভাঁড়ারে—

হলধরের প্রবেশ।

হল। হুঁ হুঁ হুঁ।

পুরো। এই আচমন করালেম, আপনার সহধর্ম্মিণীর মহাকার্য করিয়ে দিচ্ছি; আর আপনি তো ডাকেন ডোকেন না।

হল। বলি ব্যাপারটা কি ভট্‌চায্‌?

পুরো। কলসী-উৎসর্গ—কলসী-উৎসর্গ, পিতামাতাকে জলদান।

দয়া। তুমি যাও যাও, আমি এখন কাজ সেরে নি।

হল। আমায় লুকিয়ে পুরুত ডেকে আমার সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে ঠিক ক'রেছ? দেদার খরচ ক'চ্ছো, তোমার পুণ্যি প'ড়েছে?

পুরো। মহা পুণ্য দিন,— অক্ষয় তৃতীয়া, সত্য যুগাদ্যা, ভোজ্য-সহিত জলপূর্ণ ঘটদানে সূর্য্যলোক গমন, স্নানদানে অনন্ত পুণ্য প্রাপ্তি; শিবগঙ্গা কৈলাস হিমালয় ভগীরথ পূজা যবৈ হোমঃ—

হল। এখন তুমি থামঃ;

পুরো। বিষ্ণুপূজা যবদান অনধায় মহাফলং শক্তুদানং জলপূর্ণ ঘটদানঞ্চ, দক্ষিণে আর কি? আপনার বাড়ী—এক টাকার কম তো গৃহিনী দেন না।

হল। ধাঁ কুড়্‌ কুড়্‌ ঘটং ঘটং হাঙ্ক মাঙ্ক তঙ্ক নঙ্ক মেলাই জুচ্চুরি

শ্লোক তো প'ড়লে, মনে ক'রেছ কি এই চাল ডাল কাপড় পয়সাগুলো নিয়ে যাবে?

দয়া। চুপ করনা।

হল। চোপ্‌রাও হারামজাদী।

দয়া। কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি বাপ মাকে জল দিচ্ছি, তুমি আমার সেই বাপ মাকে গাল দিয়ে কথা কও?

হল। বাপ মাকে জল দিচ্ছ, আমি এত মানা ক'ল্লুম, শোনা হ'ল না বুঝি? হাবা—

হাবা। এ্যাও!

হল। ফেলে দেত বেটা সব।

দয়া। পাগল হ'য়েছ নাকি?

পুরো। আপনি ও কিরূপ বল্‌ছেন?

হল। বল্‌ছি, যদি একটু বেশী দেরি কর, তা হ'লে তোমার টিকিটি ছিঁড়্‌বো।

পুরো। গিন্নী একি অপমান? আমার কি আর যজমান নেই?

দয়া। খুব মুখে কালি পাড়াচ্ছ! কালির তো আর বাকি নেই।

হল। বলি, এই সব জিনিসগুলো এই বামনাকে দিতে হবে?

দয়া। হবে না তো কি তোমার শ্রাদ্ধ ক'ত্তে হবে।

হল। ভট্‌চায্‌, জান আমি ধর্ম্মকর্ম্ম মানিনে—ত্যাগ ক'রেছি; আমার বাড়ীতে বুজরুকী?

পুরো। যজমান তো আমার নেই, তাই তোমার বাড়ী ক্রিয়া

করান! গিন্নির অনুরোধে এসেছিলেম, এই নাও সব প্যাচ্ছাব ক'রে দি।

দয়া। জ্যাঠা-ঠাকুর, রাগ ক'র্‌বেন না জ্যাঠা ঠাকুর রাগ ক'র্‌বেন না, ও মিন্‌সে ক্ষেপেছে।

পুরো। আরে নাও নাও, এমন বাড়ীতে আমি ক্রিয়া করাতে চাই না,—প্যাচ্ছাব ক'রে দি, প্যাচ্ছাব ক'রে দি; আমার কত যজমান আছে।

দয়া। জ্যাঠা-ঠাকুর, তুমি তাড়াতাড়ি মন্ত্র দুটো প'ড়িয়ে দাও, আমার বাপ মা জল পা'ক্।

পুরো। নাও নাও বল,—অদ্য বৈশাখে মাসী শুক্লে পক্ষে—

হল। হলধর হালদারের চাল ডাল আমার ঘরে আসুকং।

দয়া। আহা কেন বিরক্ত কর গা? জ্যাঠা-ঠাকুর, মন্ত্র ক'টা ব'লে দাও;—যাও না তুমি বাইরে।

হল। আচ্ছা, দেখি কতদূর হয়।

দয়া। আপনি মন্ত্র ব'লুন।

পুরো। অক্ষয় তৃতীয়াং তিথৌ, এষাং জলপূর্ণ ঘটং সবস্ত্রভোজ্যাং কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণায়াং মহেশ ঠাকুরকে দিলুম। নাও এই ফুলটা নিয়ে কলসীর উপর ফেলে দাও।

হল। আরো কিছু আছে নাকি?

দয়া। একটু চুপ ক'ত্তে পার না?

পুরো। বল, সর্ব্বদেবতায়াং প্রসন্নোভব, পিতৃমাতৃ তৃপ্তার্থে ময়া

জলদানং কুরু, ইতি অক্ষয় তৃতীয়াং ব্রতং সফলং ভবেত; ভোক্তা বস্ত্র কাঞ্চন জলং পুরোহিতে দদে। প্রণাম কর— দক্ষিণে দাও।

দয়া। এই বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চার আনা রেখেছিলুম, এই নিয়েই আশীর্ব্বাদ করুন।

হল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, এই সব সহ্য ক'র্‌বো? চা—র—আ—না পয়সা দিবি, আবার এই সব! হাবা।

হাবা। এ্যাউ—এ্যাও—এ্যাও?

পুরো। বড়ই অল্পে সার্‌লেম; এক ঘণ্টা কর্ম্মভোগ, সমস্ত বিক্রয় ক'রেও একটা টাকা হবে না।

হল। মনে ক'রেছ কি সব নে যাবে? হাবা, আমি হাত ধ'রে রেখেছি, তুই ভাঙ্ কলসী।

দয়া। কি—তোমার যত বড় আস্পর্দ্ধা তত বড় কথা!—আমার বাপ মার জল তুমি নষ্ট ক'র্‌বে?

হল। ক'র্‌বো না তো কি? লাথী মেরে কলসী ভেঙ্গে দেব; হাবা বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে?—কলসী তোল, ভাঙ্।

হাবা। আঁও আঁউ ইঁ। (কলসী তুলিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত)

দয়া। হাবা! ঝেঁটিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব, কলসীতে হাত দিস্‌নে ব'ল্‌ছি।

হল। ভেঙ্গে ফেল—ভেঙ্গে ফেল; ধর্ম্মের মুখে ছাই, খালি খরচ— খালি খরচ।

পুরো। আমি অভিসম্পাৎ ক'র্‌বো—অভিসম্পাৎ ক'র্‌বো।

হল। বামনা! এই তোর টিকি ধ'রে ছিঁড়বো—কি ক'র্‌বি কর; জিনিস পত্র সব তুলে নে, কলসী দুটো ভেঙ্গে দে,—দে হাবা দে—না না থাক্ থাক্, ভাঙ্গিস্‌নি ভাঙ্গিস্‌নি।

দয়া। আহা, তোমার সুমতি হ'ক্।

হল। ভাঙ্গিস্‌নি, জল ফেলে কলসী দুটো ঐ দোকানে দিয়ে একটা পয়সা আন্, আমি ধ'রেছি বামনার টিকা—ঈ—ঈ—ঈ—

পুরো। ওরে পাষণ্ড, ছাড়্, ছাড়্—

দয়া। সর্ব্বনাশ ক'ল্লে—সর্ব্বনাশ ক'ল্লে! ও মুখপোড়া, মানুষের চামড়া কি তোমার গায়ে নেই?

হল। জোচ্চোর বেটা বামনা! আমার এক মাসের খরচ লুটিয়ে নিচ্ছিস্; নে যা হাবা, এঁ্যা এঁ্যা ভেঙ্গে ফেল্লি? তা যা'ক্, বেশ ক'রেছিস্ ভেঙ্গেছিস্—একটা পয়সা হ'তো। একি! সব জল তোমার বাপ মা গিলেছে? বিকারের তৃষ্ণা নাকি!

দয়া। মুখপোড়া, যেমন মনিব তেমনি চাকর! সর্ব্বনাশ ক'ল্লে—এঁ্যা, ও আঁটকুড়ীর বেটা হাবা! জলপুরে আনিস্‌নি, আমি খালি কলসী উচ্ছুগ্‌গু ক'চ্ছিসুম।

হাবা। এঁ্যাও এঁ্যাও এঁ্যাও।

হল। এটা ভাঙ—ওটা ভাঙ।

দয়া। বেটা করিস্ কি—করিস্ কি? ওটা বাবার।

হল। তোমার বাবার বাবার হ'লেও রাখিনে; বামনা বেটা, আমার বাড়ীতে জুচ্চুরি!

দয়া। খবরদার, কলসী দেব না।

হাবা। এঁ্যাও এঁ্যাও এঁ্যাও।

দয়া। এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা!—বেটা, ছুঁস্‌নে বলছি।

হল। বামনা, তোর টিকি কাটবো,—হাবা, ভাঙ।

পুরো। ওরে ছিঁড়ে গেল—ছিঁড়ে গেল—হাত ছেড়ে দে, বেটা নরকে যাবি।

দয়া। কলসী ছাড় হাবা।

হাবা। আউ আও আঁউ।

হল। ভেঙ্গে ফেল—ভেঙ্গে ফেল, আমি ধ'রে রেখেছি।

দয়া। ওরে আমার কি সর্ব্বনাশ ক'ল্লে রে, ওরে এমন ভাতার কাশী মিত্তিরের ঘাটে যায় না রে—

হল। তোমায় বেড়া আগুনে পোড়ায় না রে! অলুক্ষণে বেটী আমার মাথা খেলে, তিন চার সের চাল বিলিয়ে দিচ্চে, এই জোচ্চোর বামনা বেটার পরামর্শে;—কেমন বেটা—হেঁইও। (টিকি আকর্ষণ।)

পুরো। ওরে গেলুম রে—

হল। মার টান—হেঁইও—

পুরো। গিছি রে বাপ্!

হল। হাবা, নেনা কেড়ে।

দয়া। মেয়ে-লাথীতে মুখ ভেঙ্গে দেব।

হাবা। এঁও এঁও এঁও এঁই—ই—(কলসী-ভাঙ্গন।)

দয়া। ও মুখপোড়া, সর্ব্বনাশ ক'ল্লি!

হল। এইবার তো উপড়িছি তোর টিকি।

পুরো। নরকে যা—নরকে যা, পাষণ্ড বেটা নরাধম ; ইঃ ইঃ ইঃ ব্রাহ্মণের মস্তকটা গেল।

অভিনয়-ভঙ্গীতে কৌতুক-চিত্র।

প্রথমাঙ্ক শেষ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—০✽০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বহির্ব্বাটীর কক্ষ।

হলধর হালদার।

হল। হায় হায়, ভাবৃছিলুম কি ক'রে কথাটা ফেলি, কারে দে যোগাড়টা করি?—না নিজেই নাপ্তিনী পাঠিয়ে আমায় ডাকাচ্ছে, কি বরাত—কি বরাত! আমার এখন শনির শেষ কিনা, সব সুফল ফ'ল্‌ছে; আচ্ছা, দেখ্‌লে কি ক'রে? হা হাঁ হ'য়েছে,—সে দিন বাজারের সামনে কাপ পাতা কুড়ুচ্ছিলুম, ওদের খড়খড়ির পাখী খোলা ছিল বটে, তাই সেইখান থেকে দেখেছে, তবে আমার চেহারাখানা এখনো বেশ আছে! হায় হায়! একবার বাগিয়ে ব'সতে পাল্লে হয়, বছরখানেকের ভেতর সব হাত ক'রে নেব, মায় গায়ের গহনাগুলি পর্য্যন্ত। নাপ্তিনী বেটী আবার তা'র নাপ্তে বেটাকে জোটাচ্ছে, দেখছি সে বেটাও কিছু খাবে; গোড়ায় কিছু সাওখুড়ি দেখাতে বলে,—খান দুচ্চার গহনা আর নগদ হাজারখানেক টাকা ছাড়্‌তে হবে; বলে, তা হ'লে

আপনার উপর খুব বিশ্বাস হবে। তা সত্যি, জল না দিলে কাণের জল বেরোয় না; যদি ফাঁকি পড়ি?—তা হ'লেই তো সর্ব্বনাশ! ঈস্ আমায় ফাঁকি দেবে?—রাজ্যি শুদ্ধ ফাঁকি দিই আমি;—ঐ মধুখুড়োর গহনা ক'খানা খামকা পাওয়া গেছে, আর বিম্‌লির তিন হাজার টাকা থেকে হাজার খানেক টাকা—এই দেওয়া যাবে আর কি; ঠিক কথা—গোড়ায় একটু সরফরাজ না দেখালে, বিশ্বাস ক'র্‌বে কেন?

প্রদীপ-হস্তে দয়াময়ীর প্রবেশ।

কে ও—কে রে—আলো আনে কে? নে যা—নে যা; ওঃ তাই বটে, আমার ঘরের লক্ষ্মী-ঠাকরুণ! নৈলে এমন আর হিতৈষী কে? আমার ঘরে আলো?

দয়া। কি আপদ গা, ঘরে সন্ধ্যাটা দেখাবো না?

হল। সন্ধ্যা?—সন্ধ্যা ভগবান দেখাচ্ছেন, তুই আবাব দেখাবি কি? বেটী সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলে, কতটা তেল পুড়ছে বল্ দেখি! আর ভাল ভাল পুরান কাপড়গুলো সল্‌তে পাকিয়ে নষ্ট ক'ল্লে! বটে, এখনও দাঁড়িয়ে র'য়েছে?—এই—ফুঃ (ফুৎকারে প্রদীপ-নির্ব্বাণ।)

দয়া। বটে, দাঁড়াও বাড়ীর ভেতর গিয়ে দশটা প্রদীপ জেলে রাখছি।

হল। না মা, ছি ছি, তা' ক'ত্তে আছে; দেখ, তুমি বোঝ না কেন বল দেখি? এই যে পয়সা কড়ি বাঁচাই, এ কি আমার

একলারই থাক্‌চে ? অমন ক'রে তেল নষ্ট ক'রবো না, আর তেল কেনাই বা কেন ? যত কলের পচা সরষে আর চীনের বাদাম ভাঙ্গা, র'সো র'সো গিন্নী, তেলের কথা ব'লতে একটা মনে প'ড়ে গেল, আজ ঐ শ্যাম সেকর'র দোকানে একবার তামাকটা টানতে গেছ্‌লেম, একটা বড় মেওয়া রকমের তরকারীর কথা শুনে এলুম, কাল রাঁধবে ?

দয়া। ঈস্ তাও ভাল, সকালে কা'র মুখ দেখে উঠে'ছলুম যে তোমার একটা ফরমাস্ ক'রে খাবার সখ হ'য়েছে শুনলুম।

হল। খাবার সখ আমার বরাবর, খেয়েই ফতুর, তবে মনের মতন হয় না ব'লেই ভাবি, ঢের ছাই আর খা'ব না।

দয়া। কি তরকারীটাই শুনি।

হল। খাওয়া জিনিস গিন্নি—খাওয়া জিনিস! আহা হা, মনে ক'রতে আমার জিবে জল আসছে। এই দেখ, এই যে গোল-আলু আর এখন পটল উঠেছে, এ দুয়েরই উপরকার সেই আসল জিনিসটে,—ভারি মোলায়েম, যা'কে আবাগের বেটা উড়ানচুড়েরা খোসা বলে ফেলে দেয়, সেই দুই না একত্র ক'রে বেশ ক'রে জল আছড়া দিয়ে, মধ্যম জ্বালে ভাজা ভাজা ক'রে রাঁধলে,—উঃ কি মিষ্টি—কি মিষ্টি। শরীরের তেজ বাড়ে কত। এক একটী খোসা একটী সের দুধের কাজ করে।

দয়া। ও কিপ্‌টে, এবারে খোসা চচ্চড়ি খাবে তাই ঠাউরেছ ? সাধে লোকে নাম মুখে আনে না।

হল। তুমি তৈয়ারি ক'রে খেয়ে দেখ দেখি কি জিনিস, আজকাল কল্‌কেতায় বড়মানুষদের বাড়ীতে থালি রাঙ্গা রাঙ্গা গোলাপী-চালের ভাত, আর ঐ মোগলাই ছিল্‌কি চচ্চড়ি। তেল নুন ছুঁইয়েছ তো সব মাটী সব মাটী,—খালি জল আছড়া—খালি জল আছড়া। তুমি খোসার জন্য ভেব না, আমি যোগাড় ক'রে এনে দেব।

দয়া। লোকের দরজা থেকে কুড়িয়ে? ঐ যা বলে ঠিক, ধন হ'লেই তো হয় না, ভোগ করবার বরাত চাই;—খাইয়ে আসেনি, খাবে কোত্থেকে!

হল। গিন্নি! তুমি আমার মর্ম্মের ব্যথা যদি জানতে, তা হ'লে আর অত ক'রে মুখ-নাড়া দিতে না; একবার বছর দশেক আগে বাজারে একটী আতা দেখে খেতে সাধ হ'য়েছিল, বাড়ী এসে বাক্স খুলে একটা পয়সা বের ক'ত্তে গেলুম, তা বুকের ভিতর যে কি ক'রে উঠ্‌লো, তা তোমায় ব'ল্‌বো কি! ওঃ হো হো হো হো—পুত্রশোক কা'কে বলে জানি না; কিন্তু এর চেয়ে যে বেশী বাড়া নয়, তা বেশ বুঝ্‌তে পারি; সেই অবধি লোভ হবে ব'লে আর বাজারে ঢুকি না, ঐ আশে পাশে যা প'ড়ে থাকে, তাই নিয়ে আসি। ওঃ ওঃ ভাল-কথা—গিন্নী ভেতরে যাও, ভেতরে যাও, এই নাপ্তের আস্‌বার কথা আছে: সুদ দিতে—সুদ দিতে।

দয়া। খাও খাও, ঐ সুদ খেয়ে খেয়েই পেট ভরাও। [প্রস্থান।

হল। তাই তো, নাপ্তিনী এত দেরি ক’চ্চে কেন? দাঁও ফসকায় নাকি?

ইচ্ছের প্রবেশ।

এই যে নাপ্তে-দিদি, এত দেরি যে? আমি ছট্‌ফট্‌ ক’চ্ছিলুম।

ইচ্ছে। আমরা কখন থেকে বাইরে দাঁড়িয়ে আছি—তোমার যে আর গিন্নীর সঙ্গে কথা ফুরোয় না? (নেপথ্যে দৃষ্টি ও ইঙ্গিত) ওগো ভিতরে এস না।

পরামাণিক-বেশে মধুখুড়োর প্রবেশ।

মধু। (খোনা-স্বরে) যা’বো কোথায় বাবু, ঘর যে অন্ধকার।

ইচ্ছে। বাবু, এই তোমাদের পরামাণক। ওগো দেখ দেখ, বাবুর চেহারাই দেখ, এই বয়সে কত জজ্জ্বৎ।

মধু। ঘর যে অন্ধকার, প্রদীপ নেই কেন?

হল। পরামাণিক-দাদা, কথাবার্ত্তা হবে বই তো নয়, হিসেব পত্র দেখাদেখি নেই, ও উড়োনচুড়ে লোকের মত বাজে তেল পোড়ান কেন!

ইচ্ছে। হ’ক্‌ না অন্ধকার, বাবুর চেহারা যে দপ্‌দপ্‌ ক’চ্ছে, মুখখানা যে জ্ব’লছে।

মধু। ঠিক্‌ ঠিক্‌, বাঃ—বাঃ কি ভুরু!

ইচ্ছে। আবার চোখদুটী দেখেছ?—কেমন আড়-নয়ন! যেন মদনমোহন!

মধু। কি গোঁফ, যেন মা দুর্গার সিঙ্গী, আমার ক্ষুরখানা নিসপিস্ ক'চ্চে।

ইচ্ছে। দেখ দেখ, বাবু হাস্‌ছেন, কেমন দাঁত—যেন খই ফুটছে, ঠোঁট দু'খানি যেন ফুটী ফেটে র'য়েছে, এ দেখে কি আর মেয়ে-মানুষ না ভুলে থাক্‌তে পারে। আমিই কেমন-কেমন ক'চ্চি।

মধু। বলিস্ কি নাপ্তিনী। তবে চ'লে আয় ঘরে, এ কাজে কাজ নেই, দু'শ টাকা দেবে ব'লেছে বই তো নয়, আমি দেব দু'শ টাকা রোজকার ক'রবো, শেষে কি তোকে খোয়াব।

হর। ও পরামাণিক ভায়া—ও পরামাণিক ভায়া, তোমার নাপ্তিনী আমার মাসী হয়, সুন্দরের ছিল মালিনী মাসী, আমার নাপ্তিনী মাসী, আমার সে স্বভাব নয়, তবে যে ব'লছো ঐ ছুঁড়ীর কথা—কি জান, তুমিও তো বোঝ, বিধবার হাতে প'ড়ে বিষয়টা বরবাদ যাবে, আমি মুরুব্বি হ'য়ে দাঁড়ালে যেমন ক'রে হ'ক্ বজায় থাকবে।

ইচ্ছে। সেও তো তাই খোঁজে, বলে ছোঁড়া ফোঁড়ার হাতে প'ড়লে সব নষ্ট হবে, তাই একটু ভারিক্কে-মানুষ খোঁজে, যা'তে সম্পত্তিটুক বজায় থাকে।

হর। তোড়াটি-বাড়ী চা'রখানা আছে ব'লে বুঝি?

মধু। ও চা'রখানা বাড়ীর কথা ক'চ্ছেন কি? আমার কাছে শুনুন; এক বামুনবস্তির জায়গাগুলো যা আছে, সোণা ফলে—সোণা ফলে! দেখ্‌তে হয় না, মাসে আড়াই শো টাকা।

হল। মাইরি! মাইরি!

মধু। সিঁতির বাগানখানা—বেড়াও চ্যাড়াও ভোগ কর, আর বছরে হাজার টাকা গুণে নাও।

হল। পরামাণিক-দাদা—পরামাণিক-দাদা—

মধু। আর পঞ্চাশটি হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ নগদ, সুদ কি হয় তা আপনারা জানেন।

হল। পরামাণিক-দাদা! তুমি আমার বাবা—বাবা—ধর্ম্ম-বাবা! দেখো, যেন ফাঁকি না পড়ি; তোমায় বিশ্বাস ক'রে আমি বিস্তর ছাড়ছি।

মধু। এঃ বাবু! নাপ্তে কখনো অবিশ্বাসী হ'তে পারে? আমাদের হাতে ক্ষুর থাকে, লোকে গলা বাড়িয়ে দেয়, আমরা অবিশ্বাসী হ'লে কি জাত-ব্যবসা চ'লতো?

হল। তা ঠিক্ ব'লেছো—ঠিক্ ব'লেছো, এ কথা বাস্তব বটে; তা কাল সন্ধ্যা-বেলা তো?

ইচ্ছে। কিন্তু বাড়ীতে নয়, সেথায় দেখা ক'ত্তে গোড়ায় তা'র সাহস হয় না।

হল। তবে কোথায়?

ইচ্ছে। আমার পরামাণিক তাও ঠিক ক'রেছে।

মধু। কালীঘাটে—আমি বাসা পর্য্যন্ত ঠিক ক'রেছি।

হল। গোল হবে না তো?

মধু। সে ভদ্র-ঘরের মেয়ে যেতে রাজি, আর অপনি ভাব্‌ছো? এমন যায়গা আমি ঠিক্ করব! মোদ্দা ঐ গহনা আর টাকা যা দেবেন ব'লেছ, আমার হাতে দিতে হবেন, সে লজ্জায় আপনার সামনে কিছু চাইবে না।

হল। তা তোমায় দিতে পারি পরামাণিক, যদি তুমি এক কাজ কর, হাইশ্বর কাগজে আমি একখানি আমমোক্তারনামা লিখিয়ে নিয়ে যাব, সেইটী যদি সই করিয়ে দিতে পার।

মধু। সে ইচ্ছের তাও।

হল। দেখিস্ বেটা নাপ্তের ঝি, তোকে মাসী ব'লেছি।

ইচ্ছে। কিন্তু বাবু একটু সেজেগুজে যেতে হবে, ও কাপড় চোপড়ে গেলে কি ভাল দেখাবে?

হল। তাই তো বাবা, আমার সব কাপড়ই যে এই রকম কাছা ছাড়া।

মধু। কাছা দাও না কেন?

হল। ও একটা নামতার হিসেব, ওতে বেশ বাঁচে, নামতা কি জানিস্,—

কাছাকে কাছা—

কাছা ঢুকুনে গামছা—

গামছা ডুকুনে চাদর—

চাদর দেড়ে ধুতি। বুঝ্‌লে ?

ইচ্ছে। তা হবে না বাবু, আজকের দিনে একখানা ভাল কাচা কোঁচাওয়ালা কাপড় প'র্‌তে হবে, গায়ে একটু খোস্‌বো মাখতে হবে।

হল। তুই বেটা যে আমায় দেউলে পড়াবি দেখ্‌ছি।

ইচ্ছে। তা কি ক'র্‌বো বাবু, মেয়ে-মানুষের মন কি অমনি ভোলে! ও কাচাখোলা মূর্ত্তি দেখ্‌লে সে ছুটে পালাবে; সে একে নিজেই পেল্লায় বাবু।

হল। আমার বড় কাপড় নেই যে বাবা।

মধু। পাঁচটা টাকা হ'লে একজোড়া ভাল কালাপেড়ে ধুতি উড়ুনি হয়।

হল। পাঁ—চ—টা—কা—কাপড়ে! মেরে ফেল্ বেটা—আমায় মেরে ফেল্।

মধু। তবে যাক্, সিমলের আশুবাবু আমায় ওর জন্যে সাধাসাধি ক'চ্ছে, পাঁচ হাজার টাকা খরচ ক'ত্তে চায়, আমায় দু' কাঠা জায়গা কিনে দিতে রাজী। উঃ বল কি, এক বামনবস্তির জায়গা মাসে নিখরচা আড়াইশো টাকা; ও ইচ্ছে, চল্ আশু-বাবুর কাছেই যাই,—নতুন বৌ তো তোকে ব'লেছে, হালদার মশাই রাজী না হয়, আশুবাবুকে আনিস্।

হল। কে আশুবাবু?—সেই এশো? তোর হাতে ধ'চ্ছি বাবা

পরামাণিক, এত গেছে না হয় আরও পাঁচটা টাকা যাবে ; কিন্তু বাবা, আমি নিজে হাতে ক'রে অত টাকার কাপড় কিন্‌তে পার্‌ব না, মানুষ-খুনকরা কাজ আমা হ'তে হবে না ; তোকে আমি দিচ্ছি, একখানা ধুতি চাদর এনে দিস্‌।

মধু। এই দেখ তো—আমাদের বাবুর কি পাটা নেই!

ইচ্ছে। আর খোস্‌বো?

হল। বাতের জন্যে হাঁসপাতাল থেকে এনেছিলুম—খুব ভাল টারপিন্‌ তেল আমার ঘরে আছে, তা'ই মেখে গেলেই হবে।

মধু। তবে আর কি—টাকা ক'টা দেন, আমি যাই কাপড় আন্‌তে হবে, কোঁচাতে হবে।

হল। দাঁড়া বাবা দাঁড়া আন্‌ছি ; আচ্ছা, এক বেলার জন্যে বই তো নয়, কোন রজকের কাছ থেকে দু-চার পয়সা দিয়ে ভাড়া ক'রে আনতে পারবে না?

মধু। এক বেলার জন্যে কি গো? বিষয়ের টোপী হবে, রোজ যাওয়া আসা ক'র্‌বে।

হল। হাঁ হাঁ তা'ও তো বটে, ঠিক্‌ ঠিক্‌—আচ্ছা, পাঁচ টাকা পুরোই লাগ্‌বে? তিন টাকায় হবে না?

মধু। উঁহুঁ।

হল। সাড়ে তিন?

মধু। খেলো হবে।

হল। নে পৌনেচার।

ইচ্ছে। উনি গোড়ায় এমন কিপ্‌পিন্নি ক'চ্ছেন! ও আশু-বাবুর সঙ্গেই মিল্‌বে।

হল। না না চার—কথা ক'চ্ছ না যে?—সাড়ে চার হ'ল—

মধু। ইচ্ছে! কথা শুনেই আমাকে দশ টাকা দিয়েছেন; তুই কেন এ জঞ্জাল ঘটালি বল্‌ দেখি?

হল। ওরে পাঁচ রে বাবা পাঁচ—ও নাপ্তিনী-মাসী পাঁচই হবে; আশুবাবুর বাপ নির্ব্বংশ হ'ক্‌! দাঁড়া বাবা—দাঁড়াও মাসী একটু রও, আমি খুঁজে পেতে পাঁচটা টাকা যোগাড় ক'রে আন্‌ছি।

[প্রস্থান।

ইচ্ছে। এই তো বেটা ঠিক্‌ প'ড়েছে, এবার আমায় কি দেবে বল?

মধু। তোমায় তো বলেছি খুড়ী, নগদ পঞ্চাশ টাকা দেব, আর শুধু ও পঞ্চাশ টাকাই বা কেন? তিনকুলে আর আমার কে আছে। তোমার বাড়ীতে একটা আস্তানা রেখেছি, যে দিন গাঁজা খেয়ে শিবনেত্র হ'য়ে শিঙ্গে বাজাব, সে দিন গঙ্গায় টেনে ফেলে দিয়ে, তা'র পরদিনে যা কিছু থাক্‌বে, তুমি নিয়ে গিয়ে কাশীবাস ক'রো; আমার খুড়ী মাসী পিসী সবই তো তুমি। ভাল কথা—মেয়ে-মানুষ ঠিক হ'য়েছে তো?

ইচ্ছে। বেণেটোলার বিলেস, সদী গয়লানিকে দিয়ে তা'কে ঠিক্‌ ক'রেছি—সেই দাসেদের নতুন-গিন্নী সাজবে। আক্কেল

দেখদিকি হতভাগা মিন্‌সের, টাকার জন্যে সতী-লক্ষ্মীর সর্ব্বনাশ ক'ত্তে চায়। এখন যাও, সন্ন্যাসী সাজবে না? আসল কথা বুঝি ভুলে গেলে?

মধু। এই কাছেই সব রেখে এসেছি; তবে তুমি এদিক্‌কার সব বাগিয়ে রাখ, আমি ঝাঁ ক'রে সাজ বদ্‌লে আস্‌ছি। মন্মথ ছোঁড়ার জন্যে খুব বহুরূপী হওয়া গেল।

[প্রস্থান।

হলধরের পুনঃ প্রবেশ।

হল। পরামাণিক-

ইচ্ছে। সে কি আর দাঁড়াতে পারে? আজ বোসেদের বাড়ীতে তা'র কামান, সে চলে গেল; যা দেবে আমার হাতে দাও।

হল। মাসী তুমি নেবে?—এই নাও—এই পাঁ—চ—টা—কা! দেখ করকরে—বিবির মুখ—এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ। এই নাও বুঝে পেলে? উহুহু নাপ্তিনী-মাসী দেখ্‌ছ—দেখ্‌তে পাচ্ছ?

ইচ্ছে। কি?

হল। দেখ্‌ছনা কাঁদ্‌ছেন—মা কাঁদ্‌ছেন—আমার সিন্দুক ছেড়ে যেতে মহারাণী মা'র চক্ষু দুটী দিয়ে জল গড়িয়ে টাকা-চাঁদের বুক ভেসে যাচ্ছে! মাসী, এরপর কাপড় চাদরটা আমার বেচে দিও—নিদেন আধা আধি দাম তো হবে।

ইচ্ছে। তা তখন দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

দয়াময়ীর প্রবেশ।

দয়া। ওগো, বামুনদিদি এসেছিল, ব'লছিল যে, একটা পাত্র আছে,—একটু ইংরেজি মেজাজ; তোমার কাছে কিছু চায় না, ওর যা আছে, তা'ই দিলেই কুন্তলাকে বে করে; তা কি বল ?

হল। দূর বোকা মাগী, আপনার ভাল বুঝিস্‌নে, কুন্তীর বের জন্যে লালায়িত হ'য়ে বেড়াচ্ছিস্! "ওর যা আছে তা হ'লেই বে করে," তবে কিনা গায়ে যা গহনাপত্র আছে—আর দশ হাজার টাকা দিতে হবে. তোর কি কোন জন্মে বুদ্ধি হবে না?

দয়া। মেয়েটা যে পোনের পার হয়, জাতটা একেবারে গেল যে?

হল। জাত কিসের—জাত কিসের ? জাত তো খালি খরচের জন্যে; তুই জানিস্, ঐ খরচে-জাতের জন্যে আমি হিঁদুয়ানি ছেড়ে দিয়েছি; আমি ত এখন ছোক্‌রাদের দলে, কিছু মানিনে।

দয়া। আচ্ছা, তুমি হ'লে কি ?

হল। যা হই না, তোর কি ?

দয়া। হওগে—উচ্ছন্ন যাওগে, তা'তে আমার ক্ষেতি নেই,

মোদ্দাৎ বুড় বয়সে আবার কি রীত হ'চ্ছে? আমি আড়াল থেকে কতক শুনছিলুম, ঐ ব্রজদাসের স্ত্রীর কথা কেন হ'চ্ছিল?

হল। কেন হ'চ্ছিল—কেন হ'চ্ছিল? সে তার বিষয়ের আমাকে টৌর্ণী ক'ত্তে চায়।

দয়া। বছর বাইশের ছুঁড়ী—সে তোমায় টৌর্ণী ক'র্বে। আমি কিছু বুঝি না, বটে?

হল। আমার যা খুসী তা'ই ক'র্বো, ও-সব কথায় তোর কাজ কি? হাবা—হাবা—

হাবার প্রবেশ।

হাবা। এ্যাও—এ্যাও—

দয়া। হাবাকে ডাক্‌ছ কেন?

হল। এই নে যা'ত বেটাকে বাড়ীর ভেতর; বাড়ী ইঃ ইঃ টেং নে যা।

হাবা। আও আও আও।

হল। হাঁ হাঁ টেনে নে যা, শীগ্‌গির আসিস্, তোকে আবার আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে।

হাবা। আঁউ আঁউ আঁউ।

দয়া। থাম্ বেটা।

হাবা। এ্যাঁও—এ্যাঁও—

হল। নে যা না—

হাবা। উ আউ উ।

দয়া। ঝাঁটা খাবি, ব'লে দিলুম।

হল। নে যা বল্‌ছি হাবা—টেনে নে যা; গিন্নী যাও, নইলে একটা কুরুক্ষেত্র হবে।

দয়া। আচ্ছা থাক্ মড়া, যদি ঘুণাক্ষরে কিছু টের পাই—তা হ'লে আমি গলায় দড়ি দেব।

হল। সর্ব্বনাশ। সর্ব্বনাশ। আমি বেঁচে থাক্‌তে অমন কাজ করিসনে; তা হ'লে আমি একেবারে মারা যাব গ

দয়া। দেখনা—ভুগে দেখনা, তখন্ কেমন মজাটা টের পাবে।

হল। ওরে তখন টের পাব কি?—যা সর্ব্বনাশ হবে, এখনি তা যেন চ'খে দেখ্‌তে পাচ্ছি; পাহারাওয়ালা আস্‌বে, জমাদার আস্‌বে, মুচোড় দিয়ে কত আদায় ক'র্‌বে, তা কে জানে! তা'রপর কল্‌কেতায় বাঁশে বাঁধ্‌বার রেওয়াজ নেই—খাট কিন্‌তে ন' দশ আনা লাগ্‌বে; সে আবার এখানে নয়, এখান থেকে মেট্‌ক্যাল কালেজ, সেখান থেকে নিমতলা; বোষ্টম বেটারা বিস্তর হাঁক্‌বে, ঘাটে আবার তিন টাকা সাড়ে সাত আনা—

দয়া। ও অলপ্পেয়ে বুড়ো, আমি ম'লে তোমার দুঃখ হবে না! খাট কিন্‌তে পোড়াতে খরচ হবে, সেই সর্ব্বনাশ হবে ব'লে ভাব্‌ছো?

হল। হাঁ হাঁ; আমি ম'লে যা হয় করিস্, তখন বেওয়ারিস্ লাস ব'লে কোম্পানীর ঘাড়ে প'ড়বি, আমার খরচা বেঁচে যাবে।

দয়া। বটে? যদিও না দিতুম গলায় দড়ি, তোমায় খরচ করাবো ব'লে আরও দেবই দেব।

[প্রস্থান।

হল। ওরে হাবা, দেখ্ দেখ্ গলায় দড়ি দিতে গেল, বেটা—গলায় দড়ি দিতে—(গলায় দড়ি দিয়া দোল্‌বার ইঙ্গিত।)

হাবা। হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ হি—(করতালি, হাস্য ও তদ্রূপ-করণ।)

হল। যা'বেটা, যা যা—দড়ি ফড়ি থাকে তো লুকিয়ে ফেল্।

হাবা। আঁ আঁ আঁ।

[প্রস্থান।

হল। দড়িই বা ঘরে কোথা যে গলায় দেবে।

সন্ন্যাসীবেশে মধুখুড়োর পুনঃ প্রবেশ।

মধু। ব্যোম বৈদ্যনাথ ভোলানাথ কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বর!

হল। কেরে বেটা—কেরে বেটা জোচ্চোর?—একেবারে যে ঘরের ভেতর!

মধু। তেরি নাম হলধর হালদার?

হল। আমার যা খুসী নাম হ'ক না, তো বেটার কি?

মধু। কুছ্ নেই বাবা কুছ্ নেই—

হল। বেটা ভিক্ষে ক'ত্তে এসেছ—ভিক্ষে ক'ত্তে এসেছ? জানিস্‌নি আমার কাল্ অশৌচ হ'য়েছে, এই দেখ্ বেটা, কাছা স্বস্থান ত্যাগ ক'রে গলায় উঠেছে।

মধু। নেই বাবা কুছ্ নেই মাংতা—তোম্‌কো কুছ্ দেয়েঙ্গে।

হল। দেয়েঙ্গে কি বাবা? বাঙ্গালা ক'রে বল—কিছু দেবে?

মধু। হাঁ বেটা, বেটা, তেরি ভাগ বড়া ভালা হ্যায়, এক যাগ করতে করতে থোড়া সোণা বনগিয়া থা, আবি হুকুম হুয়া তোম্‌কো দেনে—

হল। হুকুম হুয়া—কেয়া হুকুম হুয়া বাবা?

মধু। বাবাকো,—আউর কিস্কো? ইচ্ছা থা গঙ্গাজীমে ডাল্‌দি, পরন্তু স্বপন হুয়া, সোণা লেকর হলধর হালদার কো দে আও, তু'তো হলধর হালদার?

হল। ও বাবা, আমার চোদ্দ-পুরুষ হলধর হালদার।

মধু। লে লে বেটা লে লে—(স্বর্ণ প্রদান।)

হল। এ সোণা! দেখি কষ্টি-পাথরে একটু ক'সে দেখি।

[প্রস্থান।

মধু। মন্মথ এখনও বুঝ্‌তে পাচ্ছে না, তার কাজ আমি কত এগুচ্ছি; আচ্ছা বাবা, তোর ক'নে আমি তোকে জুটিয়ে দিচ্ছি, গাঁজার খরচাটা কিন্তু দিস্; দিন আটটা পয়সা বই ত নয়; এ যদি না পারিস্ বাবা—

হলধরের প্রবেশ।

হল। বাবা, দেখ দেখ ঠিক সোণা হায়, কষ্টি-পাথরমে ঘসা হায়, ঠিক মিলে গেছে হায়, একুশ টাকার দর, বাবা কাঁহাসে হুয়া? হামকো এই ভেল্কীটা শিখায়ে দাও, তোমকো হাম—হাম—হাম—

মধু। হাম হাম কর্‌তা হয় কেয়া?

হল। হাম তুম্‌কো, তুম্‌কো হাম—হাম তুম্‌কো, তুম্‌কো হাম—

মধু। কা, কুচ্‌ দেওগে?

হল। বাবা আমি গরিব নাবালক ব্যাচারা হায়, কোথা কি পা'গা যে দেগা হায়। আমার গিন্নী—ইস্তিরি—মাগুয়া গলায় দাঁড় দিয়া মর্‌গিয়া, এই দেখ হামার কাছা গলায় হুয়া, ভাঁড়ার কো চাবি উস্‌কা কাছে, নেই তো একমুঠো চাল দিতে পার্‌তা।

মধু। কা হাম তুকো সোণা করনে শিখায়েঙ্গে—আউর তু এক মুঠি চাউল বি নেহি দেগা?

হল। কি করেগা? ভাঁড়ারকো চাবি লেকে ইস্তিরি লোক গলায় দড়ি দিয়া! হাঁ বাবা সত্যি বোলো, তুমি সোণা কর্‌তে পার্‌তা হায়?

মধু। কা তুম বিশ্বাস কর্‌তা নেই?—আবি সব ভস্ম কর দেগা।

হল। হাঁ বাবা, তুমি ভস্ম ক'র্‌ত্তেও পার্‌তা? তা হ'লে আমার

আর একটু উপকার করনা বাবা ; হামার ভাগ্নী হায়, পোনের বছরকা মাদী—বিয়ে নেই হোতা, ওকে ভস্ম ক'রে দিতে পার বাবা ? তা হ'লে আমার অনেক টাকা বজায় থেকে যাগা ; পোড়াবার খরচ পর্য্যন্ত লাগেগা নেই।

মধু। আরে পাপী, কেয়া বোল্‌তা—

হল। রাগ ক'ল্লে বাবা ? ঘাট হুয়া বাবা ঘাট হুয়া, থাক্‌নে দেও বেটীকো ;—আমাকে সোণা ক'রে দাও।

মধু। লে আও কুছ চাঁদি—এক চৌয়ানি—

হল। সিকি ?—বাবা গাঁঠে বাঁধাই আছে, কলুয়া সুদ দিয়ে গিয়েছিল, তুলিনি এখন। (চাঁদি দেখান।)

মধু। আচ্ছা হাত বন্দ কর—কেঁও উড়ায় দে ?—

হল। সে কি বাবা, আমার সব ডানা-কাটা পয়সা, তুমি উড়িয়ে দেবে কি ?—সোণা ক'রে দাও।

মধু। এ্যাঃ তেরা বড়ি লালচ ; ব্রিং ব্রিং ব্রিং ব্রিং ব্রিং ব্রিং ফুট্ ফাট্ ফটাস্—বস্ দেখো খুল্‌কে।

হল। এঁ্যা এঁ্যা তুমি কে বাবা—তুমি কে বাবা ? কি ঠেকালে বাবা ?—সিকিটা গিনি হ'য়ে গেল ! ঐ কি পরেশ-পাথর হায় ?

মধু। হাঁ।

হল। তবে বাবা একবার আমায় দাওনা বাবা, যা হ একটা পয়সা

ঘরে আছে, সব ঠেকিয়ে ঠুকিয়ে নিই—লোহার সিন্দুকটাতেই ঠেকিয়ে নেব এখন।

মধু। তোমরা হাতমে হোগা নেই।

হল। কেন?

মধু। পহেলা তোমরা অশৌচ হুয়া, ফের—

হল। মিছে কথা বাবা—মিছে কথা, জন্মে কখন আমার অশৌচ হুয়া নেই; ইস্তিরিকা কই-মাছকা প্রাণ—এক মর্‌বার গা! তবে পেটমে কাঁড়ি কাঁড়ি দেগা কে? বাড়ীর ভিতর জল জ্যান্ত ব'সে হায়; এ মিছে কাছা, মিছি মিছি—সব জোচ্চোর ভিখারী আসতা, তাড়াবার জন্যে একটা কাছা কোমরে জড়ায়ে রাখ্‌তা।

মধু। কেয়া তোম্ ঝুটা আদ্‌মি? তব হাম্ চলে। (প্রস্থানো-দ্যত)

হল। ও বাবা যেও না বাবা, তোমার অপগণ্ড সন্তানকা পাথরঠো দেগা বাবা?

মধু। বিনা পুণ্য কর্‌নেসে পরেশমণি মিল্‌তা হায়?

হল। আমি বড় পুণ্য করি বাবা বড় পুণ্য করি, এক বেলা বই খাতা নেই; দেখ পরম বৈষ্ণব—কাছা ঘুচ্ গিয়া।

মধু। ও নেহি, ও নেহি; দান, যাগ, হোম কর্‌নে হোগা।

হল। তা কি ক'র্‌বে বাবা—এইখানেই হোম টোম করনা বাবা,

আমি চুপি চুপি গিয়ে কলুদের বেড়া থেকে খানকয়েক ঘুঁটে লুকিয়ে খুলে আনি।

মধু। হিঁয়া নেই, শ্মশানমে হোম হোগা।

হল। আমার বাড়ীও অনেকটা শ্মশানেরই মত, একবার দেখ না সদ্য ফল ফল্‌বে এখন।

মধু। নেই নেই কালীঘাটকো শ্মশানমে হোম কর্‌নে হোগা, আউর দান কেয়া করোগে?

হল। দান—দান? সে কা'কে বলে বাবা? বাজারে যেমন ফড়েদের কাছে তোলা তোলে—দান নেয়, একি সেই দান বাবা?

মধু। দানকা নামভি জান্‌তা নেই?—হাম অযোধ্যামে এক তলাও, আউর ধরমশালা, ঠাকুরজীকো দেনেকো মানস কিয়া; উস্‌মে দশ হাজার রূপেয়া খরচ পড়েগা, যো অহি দেগা উস্‌কো পরেশমণি দেয়েঙ্গে।

হল। কত ব'ল্লে? দশ—হা—জার—

মধু। হাঁ হাঁ, ভুলুবাবু আট হাজার দেনে মাঙ্গা, হাম উস্‌কো কঞ্জুস্ বোল্‌কে চলে আয়া।

হল। দ—শ—হা—জা—র!

মধু। আরে বেকুব, এক এক ঘন্টেমে হাজার হাজার মোণ হোগা, সোণেকো পাহাড় বানায়কো উস্‌কা উপর পড়ে রহোগে,

খালি বহুবাজারসে পুরানা লোহা লেয়াও, পাথারসে মেলাও, সোণেকি চাদর, সোণেকি কড়ি, সোণেকি জিঞ্জির—

হল। দেখ বাবা, আর ব'লো না আর ব'লো না, আমার মুণ্ড ঘুরে যাতা হায়! লোভ সামলাতে পারতা নেই;—উঃ সোণার পাচাড়! ওরে মন আমার, দে রে দে রে ঐ কুন্তলার দশ হাজার দে রে;—ওরে সিন্দুক! ভয় নেই ভাই, ভয় নেই ভাই, পাথর পেলেই তোকে হাজার পার্শেণ্টো সুদ শুদ্ধ ফিরিয়ে দেব; দেখো বাবা সন্ন্যাসী-ঠাকুর, টাকাগুলি শরীরের বুকের গোরক্ত—খোয়াব না তো? আমি শুনেছি, কোন কোন সন্ন্যাসীরা জুচ্চুরিও করে।

মধু। কেয়া—আ—(ক্রোধে প্রস্থানোদ্যত।)

হল। ও বাবা, যাও যে—যাও যে? না না আমি দেগা।

মধু। নেহি মাংতা—

হল। ও বাবা, ও বাবা (পা জড়াইয়া পতন।)

মধু। হাম জুয়াচোর,—হামকো মৎ ছোঁও!

হল। অপরাধ নিও না বাবা অপরাধ নিও না, আমি টাকা দেব।

মধু। নেহি মাংতা!

হল। এখুনি দিচ্ছি।

মধু। তেরা রূপেয়া হাম ছোঁয়েগা নেহি, হামকো যানে দেও।

হল। ঘাট্ হয়েছে হায়, ঘাট্ হ'য়েছে হায়,—

মধু। ছোড় দেও পা।

হল। আমার গলায় পা দাও, মেরে ফেল।

মধু। আচ্ছা এক পায়ের মে খাড়া রহো, হাম ধিয়ান করকে দেখে, তোমরা রূপেয়া লেগা কি নেহি?

হল। ক্রোধ সম্বরণ হুয়া বাবা? এই আমি এক পায়ে দাঁড়াতা হ্যায়; (মধু ধ্যানস্থ ও হলধর একপদে দণ্ডায়মান।)

মধু। রূপেয়া লে আও; কাল রাত ঠিক বারা বাজে কালী-ঘাটকো শ্মশানমে যাও, হুঁয়া তুমকো পাথর, আউর মন্তর দে দেগা, যাও রূপেয়া লেয়াও।

হল। কাল দেবে—আজ না? টাকা—টাকা—টা কালকে তখনি দিলে—

মধু। বদবক্ত। (প্রস্থানোদ্যত।)

হল। ও বাবা ও বাবা, আবার রাগলে? চোরকুঠুরিতে আও।

[গৃহাভ্যন্তরে উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

মন্মথ ও ইচ্ছে।

মন্মথ। সত্য ব'লছি—আমি এই তোমার বাড়ী থেকে খুঁজে আসছি, খুড়ো কোথা? সেই যে তরশু সকালে একশ টাকা নিয়ে এলো, তা'রপর আর দেখাটি নেই; কি ক'ল্লে?

ইচ্ছে। আহা বাছা, টাকা ক'টি তোমার গেছে, সুবিধে মত পেলে—আঁমারও অনেক দিনের সাধ ছিল, তা'ই আমার জন্যে একটি দিশি মুক্তোর নোলক কিনে ফেলেছে।

মন্মথ। ইচ্ছে-দিদি, তামাসা ক'রো না, নোলক পরবার সাধ হ'য়ে থাকে, আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হ'লে তোমায় তা'ই দেব; এখন আমার কাজ কতদূর এগুল, জান তো বল?

ইচ্ছে। কাজ যা' তা তোমার খুড়োর মুখে তো শুনেছি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

মন্মথ। ছিঃ ইচ্ছে-দিদি, তুমি রাগ ক'ল্লে?

ইচ্ছে। রাগ কিসের ভাই? মোদ্দাৎ তোমার যে এ স্বভাব, তা আমি জানতুম না; ফষ্টি নষ্টি ক'রে বেড়াও—কিন্তু আসলে খাঁটী ছিলে, আমার জ্ঞান ছিল।

মন্মথ। এখন কিসে আমায় অখাঁটী দেখলে?

ইচ্ছে। আবার কি দেখ্‌তে হয়!---তুমি ভদ্দর-লোকের বাড়ীর মেয়ে বা'র কর্‌বার মৎলব ক'চ্ছ।

মন্মথ। ছিঃ ছিঃ ইচ্ছে-খুড়ো, তুমি তা ব'লো না, আমাদের এ পবিত্র প্রণয়।

ইচ্ছে। হ্যাঁ গো হাঁ। তা আমি জানি, তোমাদের ইংরেজি প'ড়লেই পবিত্র প্রণয়---গোলটা নেই; আর আমাদের সেকেলে ধরণ হ'লেই কেলেঙ্কারির ঢাক বাজে। ভাল যা হ'ক্, খুব পড়া পড়াতে শিখেছিলে; পড়ুনি মেয়ের পায়েও গড় করি।

মন্মথ। আচ্ছা, ও-সব কথা আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব, এখন কি হ'ল---জান ত বল?

ইচ্ছে। আমি বাছা কিছুই জানিনে, তোমার খুড়োর সঙ্গে কখনও দেখা হয়, তখন জিজ্ঞেস্ ক'রো।

মন্মথ। খুড়ো কোথায়?

ইচ্ছে। কে জানে কোথায় শ্মশানে মশানে প'ড়ে আছে; আজ তিন দিন হ'ল সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে গেছে। (প্রস্থানোদ্যত।)

মন্মথ। কোথা চ'ল্লে---ও খুড়ী?

ইচ্ছে। আবার পেছু ডাকে।

মন্মথ। বলি যাচ্ছ কোথায়?

ইচ্ছে। পাপ-মুখে ব'ল্‌তে নেই---কালীঘাটে। [প্রস্থান।

মন্মথ। কি গেরোয় প'ড়লুম গা? কুন্তলাকে একপ্রকার আশ্বাস

দিয়ে এসেছি, এক গাঁজাখোরের পাল্লায় প'ড়ে কি সব মাটী হ'ল! খুব ধড়ীবাজ দেখেই ধ'ল্লুম, মনে ক'ল্লেম ও নিশ্চয় পারে। এই যে বাঁকুবাবুর কাছ থেকে তা'র ভাইপোর বিষয় কি ক'রে আদায় ক'ল্লে! আদালতে যেতে হ'ল না, কিছু না। অবশ্য একটা মৎলবে আছে, কিছু ক'চ্চে; ওর যে মেজাজ পাওয়া ভার, খুলে ত কিছু ব'ল্‌বে না। দূর হ'ক্‌গে, ভাব্‌তে আর পারিনে;—দেশ ছেড়ে বাড়ী ছেড়ে কি ক'চ্ছি দেখনা!—তা বেশ, বাড়ী নিয়েই বা কি ক'র্‌বো? মধুখুড়ো কিছু না ক'ত্তে পারে, একবার শেষ কুন্তলার পায়ে ধ'রে সব ব'ল্‌বো, সে আমার না হয়—সব চুলোয় দিয়ে, যা কিছু আছে নিয়ে বিলেত ফিলেত ঘুরে বেড়াব।

মধুখুড়োর প্রবেশ।

মধু। হেউ হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—

মন্মথ। কেও কেও খুড়ো—খুড়ো? আমি তোমায় কত খুঁজেছি? তুমি নাকি সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছ? ইচ্ছে খুড়ী যে ব'ল্লে।

মধু। তফাৎ তফাৎ—নবাব খাঁজহেখাঁ সাল সেলেমুদ্দৌলা মধুচন্দ্র রায় রাজা রাণা বাহাদুর C.S I A.B.C.D.E.Z. চল্‌তা হ্যায়।

মন্মথ। খুড়ো, কি বক্‌ছো—শোন না।

মধু। হরকরা, হাম্‌সে কোন বাত কর্‌তা হ্যায়?

মন্মথ। তামাসা রাখ—তামাসা রাখ খুড়ো, একটা কথা বলি শোন।

মধু। এই চৌঘুড়ী লেয়াও, চৌঘুড়ী লেয়াও, হাম দাঁড়াতে পার্‌তা নেই।

মন্মথ। খুড়ো, আজ বুঝি খুব নেশা ক'রেছ?—আমায় চিন্‌তে পাচ্ছ না?

মধু। তোম্ কোন্ হ্যায়?

মন্মথ। আমি মন্মথ।

মধু। আরে মন্মথ তা জানি, কিন্তু আমি তোমায় চেন্‌বার কি ধার ধারি; আমার বাপের নাম রাণী রাসমণি, হুগলীর পোলের নাতী, মনুমেণ্টের প্রপৌত্র, তোমায় চিন্‌ব কেহে তুমি ছুঁচো বেটা মন্মথ? মন্মথ—মন্মথ তা কা'র কি কলা?

মন্মথ। খুড়ো, ঠাট্টা ক'চ্ছ না কি ক'চ্ছ, কিছু তো বুঝ্‌তে পারছিনে।

মধু। বাবা, দু'দশ হাজার টাকা সদা সর্ব্বদা ট্যাঁকে ফেরে, নবাব মধুখুড়ো উল্লা রায় বাহাদুর যা'র তার সঙ্গে বড় ঠাট্টা করে না।

মন্মথ। খুব যা হ'ক্, একটা কাজের ভার নিলে, তা'রপর যাচ্ছে-তাই নেশা ক'রে বেড়াচ্ছ।

মধু। জল্‌দি জল্‌দি গাড়ী তৈয়ার কর—জল্‌দি।

মন্মথ। আমি যা জিজ্ঞাসা কল্লুম তা'র উত্তর দিলে না, কিনা খালি মাতলামি ক'র্ত্তে লাগলে?

মধু। বেয়াদব! বাৎ নেই শুনতা?—সোয়ারী—সোয়ারী, ঠিক এগার বাজে হাম্ গাড়ো মাংতা; ভালাজুড়ী।

মন্মথ। বেশ ক'রেছ—আমার যেমন বুদ্ধি, এক গেঁজেল ধ'রেছিলুম তা'র উপযুক্ত ফল হ'য়েছে; যা ইচ্ছে তাই করগে, আমি চল্লুম।

মধু। খবরদার খাড়ারহ। ওঃ বুঝেছি, খালি মুখস্থর জোরে এক্জামিন্‌গুলোতে পাশ হ'য়েছে! বিদ্যেসাধ্যি কিছুই হয়নি, একটা কথার হেঁয়ালি বুঝ্‌তে পার না? লেও হাত বিস্তার করকে পাতো, দশ হাজার রূপেয়াকা নোট লেও, গুনতি কর—ঠিক দেখো, খাতাঞ্জিকা পাশ জমা দেও!

মন্মথ। এঁকি!—সত্যি সত্যি যে হাজার টাকা ক'রে দশ কেতা নোট!—এ কিসের টাকা, কোথায় পেলে।

মধু। খাজনা আয়া—খাজনা আয়া—

মন্মথ। না খুড়ো, তামাসা রাখ—বাংলা ক'রে বল, আমার মন বড় ধুকপুক্ ক'চ্ছে!

মধু। বাবা, পোড়ো মাষ্টারে মিল,
সোজায় কি লাগে খিল।
একটু ধুকপুক্ করুক না।

মন্মথ। খুড়ো, একি কুন্তলার টাকা!—আদায় ক'রেছ?

মধু। তুমি তো ভারি বেয়াদব, একটা নবাব সুবো লোক দেখ্‌ছো, না চাইতে দশ হাজার ঝেড়ে দিলে; আর ব'ল্‌ছ আদায় ক'রেছ, একি বিল-সরকার পেয়েছ?

মন্মথ। খুড়ো, তুমি বুঝ্‌ছ না, যদি কুন্তলার টাকা আদায় ক'রে পেরে থাক, তা হ'লে তুমি আমার বাপের কাজ ক'রেছ।

মধু। থ্যাঙ্ক ইউ জেণ্টল্‌ম্যান! যা ক'রে এক গ্রেড্‌ প্রমোসন দিয়ে দিলে; ছিলুম খুড়ো—হলুম বাবা। নাও নাও, রাত্রি এগারটার সময় খিড়কির দরজায় একখানা জুড়ী গাড়ী যেন হাজির থাকে, হলধর—তঃ গুণ্ডটার নাম! ওই হালদারে বেটাকে আট্‌কে রাখা যাবে এখন, তুমি সেই সুযোগে কুন্তলাকে ফুল-তোলা ক'রে ক্যারাঞ্চি যোগে দমদমা তক্‌, পরে রেলযোগে নৈহাটী মোকামে যাত্রা করহ—হুকুম শ্রীমধু-লাল জাঁহাবাজ খাঁবাহাদুর!

মন্মথ। খুড়ো, তুমি আমায় জন্মের মত কিন্‌লে!

মধু। কিন্‌লুম বটে বাবা, কিন্তু আপনি চ'রে খেও, একটু একটু দুধ আমায় দিও।

মন্মথ। কি ক'রে বাগালে খুড়ো?

মধু। সে করা গেছে এক রকম, কিন্তু বেবাক থ্যাঙ্কইউ গুলো আমায় দিও না—কুড়িখানেক তোমার ইচ্ছে খুড়ীর জন্যে

রেখো, সে যদি অমন ব্রজমোহনের বাড়ীর কেলেবার নাপ্তিনী না সাজ্‌তো, তা' হলে অর্দ্ধেক কাজ হ'তো না।

মন্মথ। তোমার জিনিসগুলো পেয়েছ?

মধু। র'সো বাবা—এখনও জাঁকড়ে আছে; বিস্তর কাজ বাকি, দক্ষিণান্ত হ'য়ে গেলে সব তোমায় খুলে ব'ল্‌ব। এখন পেছু ডেক না, চল্লুম।

[প্রস্থান।

মন্মথ। আর তো কুন্তলার কোন ওজোর নেই, এতদিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল! চল চল—এইবার বাড়ীতে গিয়ে ব'স্‌বো; বিষয়-আশয় নরোত্তম-দাদা দেখ্‌বে, আমি আপনি প'ড়্‌বো—কুন্তলাকে পড়াবো—ঘরে ব'সে রাত দিন চ'খে চ'খে—মুখে মুখে—বুকে বুকে থাক্‌বো, আড়াল হ'ব না, আড়াল ক'র্‌ব না। গাড়ী ঠিক ক'রেই কুন্তলার বাড়ী।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুন্তলার কক্ষ।

কুন্তলা।

কুন্ত। (পুস্তক পাঠ করিতে করিতে)

আমার খুকুরাণী সোণামণি আয় তো কোলে ভাই।
বুকে থুয়ে মুখখানি তোর সদাই দেখতে চাই॥
অমন মধুর মুখে মধুর হাসি কোথায় আছে কা'র।
চাঁদা মামা ঢেলে গেছে সুধা যত তা'র॥
অমন নরম নরম বাধো বাধো আধ কথাগুলি।
কোথা থেকে শিখে এলি বোন্‌টী বল শুনি॥
তোরে দেখ্‌লে পরে হরষ ভরে হৃদয় ভেসে যায়।
রাখি তোরে বুকে ক'রে আয় রে খুকু আয়॥

বই পড়া—খেলেনা-পুতুলেরই আদর করা! সাধ তো মেটাতে হবে, আমার এতেই সাধ মিটুক্, আসলে তো কিছু হবে না! ছেলেবেলায় রূপকথায় শুনেছিলেম,—"বাঘামামা," তা আমার সত্যিই হ'য়েছে বাঘামামা। মন্মথ—ছি ছি! মাষ্টারমশাই যাই ব'লুন, আমার এই বইখানি বেশ ভাল লাগে; নামটীও যেমনি—বইটীও তেমনি; গল্প স্বল্প; কি মিষ্টি নাম! মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে আজ ঝগড়া ক'র্‌ব, আমায় এমন পদ্য লিখতে

শেখান না কেন? মেয়েমানুষ যদি লেখাপড়া শেখে, যেন স্বর্ণকুমারীর মতই শেখে! দেখ দেখি কেমন লিখেছেন, যেখানটা পড়ি সেই খানটাই মিষ্টি। আর মিষ্টি! যা'র অদৃষ্টে বিষের বৃষ্টি—সৃষ্টির সঙ্গে যা'র সম্পর্ক নেই, তা'র কাছে আবার কি মিষ্টি! মন্মথ? মাষ্টার মশায়ের তো আজ খবরই নেই! হুঁ—উনি আবার মামার কাছ থেকে টাকা আদায় ক'র্‌বেন! আমার সামনেই যার মুখ তুলে কথা কইতে পারেন না—মামার মুখের কাছে ক'য়ে আস্‌বেন! যাক্‌গে,—আশা ক'ল্লে, কেবল নৈরাশ্যের যাতনা বাড়ে বই তো নয়! নাই বা হ'ল বিয়ে, নাই বা হ'ল ঘর-সংসার; সাহেবদের ভেতরে তো বিস্তর মেয়ে চিরকুমারী থাকেন, আমিও না হয় তাই থাক্‌বো। তাঁদের ভেতর অনেকে ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন কাটান; বেশ—আমিও কাশী গিয়ে বাস ক'র্‌বো।

গীত।

(আমার) শুখিয়ে গেল ফুলের হাসি,
ঠোঁটের হাসি হ'ল বাসি।
হৃদে বাঁশী আর বাজে না,
ব্যথা বাজে না অসাড় প্রাণে আল্‌গা ফাঁসী॥

নিভে গেল চাঁদের আলো,
ঊষার আলো চ'খে কালো,
হৃদে কালো মেঘ এল ছেয়ে ঘন রাশি রাশি।
দুঃখরাশি সহিব না আর হব গিয়ে কাশীবাসী॥

নেপথ্যে মন্মথ। কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। এই যে "অকালে উদয়কান্ত নব নীরধর," ভারি ব্যগ্র যে!

প্রফুল্ল-মুখে মন্মথের প্রবেশ।

মন্মথ। কুন্তল—কুন্তল—

কু। মাষ্টার-মশাই নাকি?

মন্মথ। কুন্তল—কুন্তল—

কুন্ত। বাড়ীতে নেই গো, এখন দেখা হবে না।

মন্মথ। এই যে আমার কুন্তল!—এই নাও তোমার টাকা আদায় ক'রেছি, আমার কুন্তল! এই দশ হাজার টাকা গুণে নাও।

কুন্ত। আমার মাষ্টারমশাই, এই নাও তোমার কুন্তল দাঁড়িয়ে,—তুমি কিনে নিয়েছ—আদর ক'রে বুকে নাও!

মন্মথ। কুন্তলা—কুন্তলা—

কুন্ত। তোমার চীনের জুতোর সুখতলা—

মন্মথ। সত্য আমার কুন্তলকে পাব?

কুন্ত। কেন, টাকায় কিছু জালটাল ক'রেছ নাকি—যে আমায়ও তা'ই ঠাওরাচ্ছ?

মন্মথ। কুন্তল! বিস্তর ফিকিরে মধুখুড়ো তোমার এই টাকা আদায় ক'রেছে, মধুখুড়োর জন্য তোমায় পেলুম।

কুন্ত। আচ্ছা, তাঁকে আমার "থ্যাঙ্কইউ" না কি বল তোমরা—তা'ই দিও।

মন্মথ। এখন তবে চল, গাড়ী দাঁড়িয়ে।

কুন্ত। সেকি—এর মধ্যে—হঠাৎ?

মন্মথ। ছিছি—কুন্তল, এখন আবার ওকি কথা! তুমি না ব'লেছিলে টাকা আদায় হ'লে তোমার আর কোন আপত্তি থাক্‌বে না, যা ব'ল্‌ব তা'ই ক'র্‌বে; আমার সঙ্গে চল, এস বিবাহ ক'রে দুজনে পরম-সুখে থাকি।

কুন্ত। তা' কবে হবে? আর এমনি ভাবে গেলে লোকে কি ব'ল্‌বে? তোমার আপনার লোকেরাই বা কি মনে ক'র্‌বেন?

মন্মথ। কুন্তল! তোমার লজ্জা সম্ভ্রমের প্রতি আমার কি কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই? আমায় কি তুমি বিশ্বাস কর না? অতি নিকটে খুব ভাল স্থানে আমাদের বিবাহের উদ্‌যোগ হ'য়ে আছে, তুমি এলেই দুটী হৃদয় এক হবে! গাড়ী দাঁড়িয়ে, তোমার মামা এই বেলা বাড়ী নেই, চল।

কুন্ত। এই জিনিস পত্রটত্র সব ফেলে যাব?

মন্মথ। তোমার কিছুর অভাব থাক্‌বে না, আমি সব দেব; দেখো, আমার কেমন বৈঠকখানা সাজান।

কুন্ত। কিন্তু আমি বাড়ীর গিন্নি হব, তুমি আমার তাঁবে থাক্‌বে।

মন্মথ। সে কথা আবার ব'ল্‌ছো কুন্তল! এই দেখ আমি তোমার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌ছি। (পদতলে পতন।)

নেপথ্যে দয়া। কুন্তী—ও কুন্তী—

কুন্ত। ওঠ, ওঠ, মামী—মামী—

মন্মথ। তা'ই তো! পড় পড়,—ঐ বইখানাই নাও না।

কুন্ত। (পুস্তক পাঠ)

"অরুণ মুকুট শিরে, অধরে ঊষার হাসি।
পদতলে ফুটে উঠে, শত শত ফুলরাশি॥
শুভ্র পরিমল বাসে, উথলিত তনুখানি।
ধরায় চরণ দান, করিছে প্রভাত রাণী॥"

দয়া। হাঁলা কুন্তী?

কুন্ত। মাষ্টারমশাই, শুভ্র পরিমল কি?—সাদা গন্ধ?

মন্মথ। ওটা কি জানেন, শুভ্র পরিমল—অর্থাৎ কিনা—শুভ্র—

কুন্ত। গন্ধটা ধপ্‌ধপে?

দয়া। কুন্তী, শুনতে পাচ্ছিস্‌নে?—বই রাখ্।

কুন্ত। মামী, একটু থাম, গন্ধর বুঝি আবার রং আছে?

মন্মথ। তা নয়, তা নয়, তবে কিনা বেশ (Chaste Smell) চেষ্ট স্মেল্।

কুন্ত। সব বুঝ্লুম!

দয়া। ও মাষ্টার, কত্তা কোথায় গেল? এত রাত হ'ল—এল না; তুমিও তো এখনও বাড়ী যাওনি।

মন্মথ। কি জানি,—এখনই আস্‌বেন, যাবেন আর কোথা?

দয়া। না না, সেই নাপ্তে-মিন্‌সের সঙ্গে কি পরামর্শ ক'চ্ছিল।

কুন্ত। মামী, ও-সব কি কথা? তুমি ঘরে যাও, এখনি আস্‌বেন, কোথায় বেড়াতে গেছেন।

দয়া। না আমার ভাল বোধ হ'চ্ছে না—আমি বা'র-বাড়ীটা একবার দেখে আসি।

কুন্ত। টাকা কি ক'রে আদায় ক'ল্লে?

মন্মথ। সে ঢের কথা, পরে শুন্‌বে, এখন চল;—কুন্তল! যদি তুমি আমায় ভালবাস—

কুন্ত। যদি?—বটে!—তবে আমি যাব না, কাশী চ'লে যাই।

মন্মথ। না না কুন্তল, তুমি আমায় ভালবাস, বাস আমি জানি; কুন্তল, আর বিলম্ব ক'র না, শীঘ্র এস, আবার হয় তো তোমার মামী এসে প'ড়্‌বেন।

কুন্ত। দেখ নাথ—বিয়ের আগে বরকে নাথ ব'ল্‌তে আছে গা?

মন্মথ। আছে—আছে, সব আছে, তুমি যা ব'ল্‌বে সব আছে।

কুন্ত। তবে নাথ, এই পথের ফুল কুড়িয়ে নাও;—মা যাঁকে তাঁর কুন্তলকে দিয়ে গেছেন, কুন্তল তাঁরই হবে; কিন্তু এর পরে পায়ে ঠেল্‌বে না তো?

মন্মথ। পায়ে ঠেল্‌বো?—পায়ে প'ড়ে থাক্‌বো; আজ চার বৎসর তুমি আমার ইষ্টমন্ত্র হ'য়ে আছ, তা জান? ও সুইট্! সুইট্! (Oh Sweet Sweet!)

কুন্ত। ওকি গাল দিচ্ছ নাকি? ইংরিজি ক'রে কি ব'ল্লে? ওর মানে কি?

মন্মথ। সুইট্ কিনা মিষ্ট, সাদা কথায় মিঠে প্রাণও বলা যায়।

কুন্ত। ওঃ মিঠে প্রাণ—যেমন গোলাপী খিলি?

মন্মথ। চল বাড়ী যাই, তা'রপর যত পার ঠাট্টা ক'রো; গহনা টহনা যা প'রে আচ এখন তা'ই থাক্, বিবাহের পর তোমার এখানে আর যা কিছু আছে, তা আইনমত আদায় করবার আমার অধিকার হবে।

কুন্ত। তা'র জন্য ভাব্‌ছিনি—কিন্তু—কিন্তু—

মন্মথ। আবার কিন্তু কি?—এখনো কি অবিশ্বাস ক'র্‌ছো? কুন্তল—প্রাণের কুন্তল!

কুন্ত। কেন ক'র্‌বো না? ছিলে মাষ্টার—হ'চ্ছো বর, এ সব জোচ্চুরি না?

নেপথ্যে (শীসের শব্দ)

মন্মথ। আর দেরি নয়, আর দেরী নয় চল,—তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?

কুন্ত। তোমার সঙ্গে যাবো না তো কা'র সঙ্গে যা'ব? আমার আর কে আছে! মা আমাকে তোমায় সমর্পণ ক'রে গেছেন; মাষ্টার হ'য়ে এসে তুমি নিজে আমার মন কেড়ে নিয়েছ, এ সংসারে কি তোমাছাড়া আমি সুখী হ'তে পারি? তোমায় আমি এত দিন বলিনি, কিন্তু যে দিন তোমায় প্রথমে দেখিছি, সেই দিনই আমি তোমায় চিনিছি; সম্বন্ধ হবার পর নৈহাটীতে আমি লুকিয়ে তোমায় দেখেছিলুম, তুমি তা জান্‌তে না; যেথায় বল যাব, চল—কিন্তু এই অনুরাগ যেন বরাবর থাকে।

মন্মথ। দুষ্ট্‌!—এতদিন এ সকল কথা লুকিয়ে রেখে আমায় পুড়িয়েছ? এস—এই যে হৃদয়ে নিলুম, চিতায় এর বিচ্ছেদ হবে!

কুন্ত। এই ঘরে ছিলুম—এই সাজ সজ্জা—চা'র বৎসর!—আজ তোদের কাছে বিদায় নিলুম! চল নাথ।

মন্মথ। আমার প্রাণের প্রাণ এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান।

দয়া ও ইচ্ছা।

দয়া। বলিস্ কি—ওলো বলিস্ কি? জাত গেল, কুল গেল, ধর্ম্ম গেল, লজ্জা গেল!

ইচ্ছে। মা, আপনার লোক ভাবো—যত্ন কর, ভালবাস, তাই ব'ল্‌তে এলুম, নইলে কি এ কথা বলতে হয়!

দয়া। এঁ্যা পালিয়ে গেল! মাষ্টারটার সঙ্গে পালিয়ে গেল! কুলে কালি প'ড়লো! আমরা মেয়ে-মানুষ, টাকা জমে তা আমাদেরও ইচ্ছে, কিন্তু এ কি কিপ্‌টে রে বাপু! পেটে খাবে না, মেয়ের বে দেবে না!

ইচ্ছে। হাঁ মা, কর্ত্তা কি তোমার কথাও শোনেন না? তুমি ব'লে ক'য়ে কি ধর্ম্ম-কর্ম্ম করাতে পার না?

দয়া। ওরে বাছা, আমার কথা শুন্‌লে আর ভাবনা ছিল কি! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

ইচ্ছে। তা মা আমি চল্লুম, আর কি কার; বাড়ীতে দুটো ভাড়াটে থাকে, মা-খুড়ী ব'লে ডাকে, তাদের তো যত্ন ক'র্ত্তে হবে—চ'ল্লুম।

[প্রস্থান।

দয়া। ইচ্ছে-মাগীতো পাড়া-জাগানে, এখনই এ কথা হাটে বাজারে রাষ্ট্র হবে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি কলঙ্ক! কি কল

পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরো। এই যে মা এখানেই র'য়েছন, আমি সারা বাড়ীটে এলেম।

দয়া। আপনি যে এখন?—এত রাত্রে কি কাজ?

পুরো। আর কাজ বাছা, আমি সব জানি।

দয়া। এঁ্যা এই কথা!—ঘরের কেলেঙ্কার! আপনি সব জান?

পুরো। আঁমার কি অগোচর কিছু আছে! আমি হ'লেম পুরোহ পুরীর ভেতর যা হয়, আমি টিপ্পুনি ক'রে টেনে বার করি।

দয়া। বাবা—বাবা তুমি তো জেনেছ, আর কা'কেও প্রক ক'রো না; আমি বৈশাখ-সংক্রান্তিতে তোমায় লুকিয়ে প্যার চাল ডাল দেব।

পুরো। এই চালডাল তুমি যত পার অপহরণ ক'রো, তবে চু টুরি ক'রো না। আমার পিতাপিতামহগণ তোমাদের থেকে অনেক পেয়েছেন; তোমার স্বামী একটু কা করেন ব'লে কি আমি বংশপরম্পরাগত উপকার ভুলে যাব

দয়া। জ্যাঠা-ঠাকুর, এখনকার উপায় কি? মিন্‌সের দোষে বংশে কলঙ্ক র'টলো, মেয়েটা ঘর থেকে পালিয়ে গেল বদ্‌নাম ঢাক্‌বো কি ক'রে?

পুরো। বাছা, আমি তাই ব'ল্‌তেই এসেছি, কোন চিন্তা ক'রো না; ঐ যে তোমাদের মাষ্টার ছিল মন্মথ-বাবু, ওরই ডাক-নাম "ভুবো"; তোমার ননদ ওর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, সে যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যয়েৎ হ'য়েছে; আমারই বাটীতে সমস্ত বিবাহের আয়োজন হ'য়েছে, কনিষ্ঠ ভায়া আমার মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন, এতক্ষণ বোধ হয় কার্য্য সমাধা হ'ল। তোমার মন্মথ খুব যোগাড়ে, তোমার ভায়ার এক জ্ঞাতিকে আনিয়েছেন, তিনিই সম্প্রদান ক'চ্ছেন।

দয়া। এঁ্যা! কুন্তীর বিয়ে হ'য়ে গেল! সে যে ব'লেছিল, তা'র মা'র টাকা না পেলে বিয়ে ক'র্‌বে না, অমনি থামকা থামকাই এই কাজ ক'ল্লে?

পুরো। থামকা নয়, বিবাহের দক্ষিণা স্বরূপ আমায় একশত টাকা প্রদান ক'রেছে;—আরও একশত টাকা—

দয়া। একশো!—একশো!—দুশো টাকা তুমি নিয়েচ? হতভাগী বেটী এই গয়না টয়না বেচে বুঝি এই কাজ ক'চ্ছে!—টাকা-গুনো বরবাদ দিচ্ছে!

পুরো। আর এই হাজার টাকার নোট তোমায় দিয়েছে, ব'লেছে তা'র মামা না টের পায়; তুমি তোমার যখন যা খরচ হয় ক'রো।

দয়া। এঁ্যা—আমায় হাজার টাকা! দাও—দাও—আহা বেঁচে

থাক্, বেঁচে থাক্ ; কুন্তল আমার প্রাতঃবাক্যে বেঁচে থাক্! হাতের নোয়া সিঁথের সিঁদুর ক্ষয় যেন না হয়!

পুরো। তবে বাছা আমি চল্লেম ; মেজাজ্ মেজাজ ঠাণ্ডা রেখ, কর্ত্তা একটা কীর্ত্তি ক'রে আস্‌ছে।

[প্রস্থান।

দয়া। কি—কি—সে কি! মিন্‌সে তো এত রাত্তির অবধি কোথাও থাকে না,—বাইরে কোথায় গেল আজ?

নেপথ্যে মধু।—আও, আও, আও।

নেপথ্যে হল। "ওরে সর্ব্বনাশ ক'ল্লে, সর্ব্বনাশ ক'ল্লে, তের চোদ্দ হাজার রে, তের চোদ্দ হাজার!

দয়া। ঐ তো তার গলা।

চিত্র বিচিত্রিত-বদন ও গলরজ্জু হলধরকে টানিয়া মধুখুড়োর প্রবেশ।

মধু। চুপ্ চুপ্ বেটা।

হল। ওরে তের চোদ্দ হাজার রে তের চোদ্দ হাজার।

দয়া। ও মুখপোড়া, একি চেহারা!—কে এমন ক'রে দিলে? উহুহু মদের গন্ধ বেরুচ্ছে যে!

হল। ওরে শালা হারামজাদা, আমার তের চোদ্দ হাজার টাকা গেল! তের চোদ্দ হাজার রে! তের চোদ্দ হাজার!

দয়া। গেছে বেশ হ'য়েছে—বেশ শিক্ষে পেয়েছ! কিপ্পিনের ধন তো অমনি ক'রেই যায়। আবার মুখে রং দিলে কে?

মধু। মাসী, কর্ত্তার ব্রজদাসের বিধবার টোপী হ'তে ইচ্ছে হ'য়েছিল, এক ব্যাটা নাপ্‌তেকে ঘটক ক'রেছিলেন; সে সতীলক্ষ্মী—তা'কে পাবে কেন!—নাপ্‌তে বেটা একটা বাজারে মেয়ে-মানুষ নিয়ে গিয়ে মদ খাইয়ে এই চিত্তির বিচিত্তির ক'রে গলায় দড়ি লাগিয়ে বেঁধে ফেলে গেছ্‌লো, আমি হঠাৎ সেখানে গিয়ে এই মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই, তা'ই গাড়ী ক'রে বাড়ী আন্‌লুম।

হল। তের চোদ্দ হাজার রে! তের চোদ্দ হাজার!

দয়া। দূর মুখপোড়া, কথা কইতে লজ্জা হ'চ্ছে না! এদিকে বাড়ীতে কি হ'য়েছে জান? ভাগ্নী যে মাষ্টারের সঙ্গে পালিয়ে গেছে—বুঝেছি, সেই-ই বুঝি ফাঁকি দিয়ে আপনার টাকা আদায় ক'রে নিয়েছে।

হল। এঁ্যা এঁ্যা—তবে কি সন্ন্যাসী বেটা জোচ্চোর! সেই তো দশ হাজার টাকা নে গেল আমার কাছ থেকে, সোণা ক'রে দেবে ব'লে। ওরে শালারা সবাই জোচ্চোর, সবাই জোচ্চোর! ডাকাত বেটারা, চোর বেটারা, আমার সব লুটে নিলে! আমি ট্যাঁকে দাড়ি দিয়ে ম'র্‌বো।

মধু। কৃপণস্য ধনং হরে, বহ্নি পৃথ্বী তস্করে—বুঝ্‌লে? ঐ দেখ

পাড়ার মেয়েগুলো পর্য্যন্ত তোমার মুখে চূণ-কালী দিতে আসছে।

হল। তের চোদ্দ হাজার রে—তের চোদ্দ হাজার!

দয়া। আবার ভাগ্নী—আবার ভাগ্নী! দূর দূর, গলায় দড়ি! গলায় দড়ি!

মহিলাগণের প্রবেশ ও গীত।

আহা মুখখানি কি চমৎকার।

(আবার) রং চংয়েছে খুলে গেছে বেহদ্দ বাহার ॥

মরি জাগ্রত কি নাম,

সকাল বেলা নিলে হয় উপোসের আরাম,

(চড়ালে) বোক্‌নে ফাটে ভিজে কাঠে,

ধর্ম্ম কর্ম্ম ছারেখার ॥

কপালে এত ধন পেলে,

তবু পেট পূরে না খেলে,

ভিখিরি এলে দিতে ঘাড় ধরে ঠেলে,—